জতন্ত্র কোন পথে?

মণি গুহ

র্কস স্মৃতি প্রবন্ধমালা

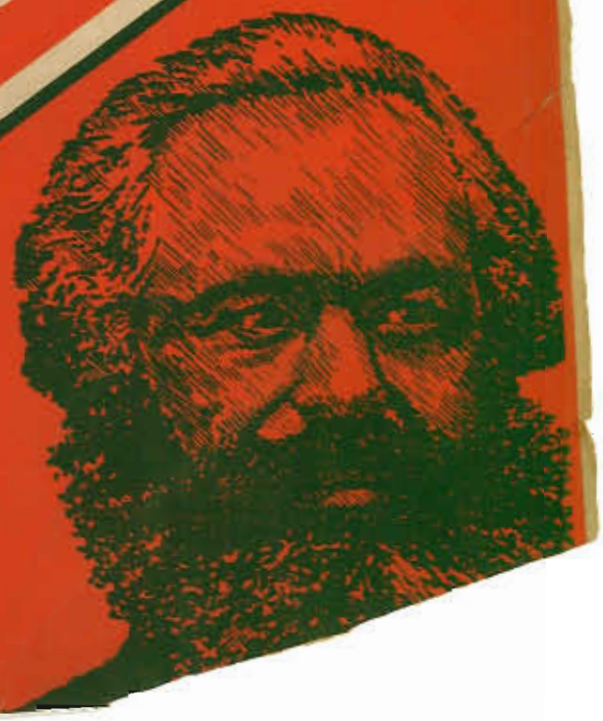

সমাজতন্ত্র কোন পথে?

(রাজনৈতিক—অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে)

মণি গুহ

প্রকাশক :
প্রবীর বসু
৬/১৫ নেতাজীনগর
কলিকাতা - ৪১

মুদ্রাকর :
দি কম্পোজার
৭০এ, এস. এন. ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা - ১৪

প্রচ্ছদ : প্রবীর গুপ্ত

মূল্য — ৩.৭৫ টাকা

ভূমিকা

মার্কস মৃত্যু শতবর্ষে যখন সারা দুনিয়ায় সর্বহারার মহান চিন্তানায়ক কার্ল মার্কসের স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, তখন মার্কসের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে আমরা 'মার্কস স্মৃতি প্রবন্ধমালা' প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম।

মার্কসের মহতী জীবন ও সৃষ্টি স্মরণের আড়ালে, সরকারী মার্কসবাদী শক্তি-সমূহের পক্ষ থেকে বিপুল অর্থব্যয়ে ও তুমুল ঢক্কানিনাদের মধ্য দিয়ে, মার্কসবাদের যে অপব্যাখ্যাসমূহ উপস্থিত করা হ'য়েছিল, ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে তাকে মোকাবেলা করার এটাই ছিল আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ।

সাংগঠনিক ও আর্থিক দুর্বলতার জন্য আমাদের প্রয়াসের ফসল পাঠকের হাতে পৌঁছতে বিলম্ব হ'ল— এর জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

প্রবন্ধমালায় প্রকাশিত প্রতিটি প্রবন্ধে, নির্দিষ্ট বিষয়ে মার্কসের শিক্ষার বৈজ্ঞানিক অন্তর্বস্তুকে রক্ষা করার যে প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে তাকে আমরা স্বাগত ও স্বীকৃতি জানাই। তবে প্রবন্ধগুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখকেরই, আমাদের পক্ষ থেকে কোন প্রবন্ধ পরিমার্জন অথবা সংশোধনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নি।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি মার্কসবাদী মহলে মার্কসবাদের বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামান্য শক্তিও জোগায়, মার্কসবাদ চর্চার সামান্য প্রেরণাও জোগায়, তবেই এই প্রচেষ্টা তার সার্থকতা খুঁজে পাবে।

ক'লকাতা, ১২ই নভেম্বর '৮৪

সম্পাদকমণ্ডলী,
মজদুর মুক্তি

সমাজতন্ত্র কোন্ পথে ?

রাজনৈতিক-অর্থনীতির দৃষ্টিকোন থেকে

—মনি গুহ

মার্কস-এর আবিষ্কৃত সমাজতন্ত্রের নাম বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্র। মার্কস এই সমাজতন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন বলে এর আর এক নাম মার্কসবাদ। এই সমাজতন্ত্র মার্কস-এর মস্তিষ্কের কল্পনার ফলশ্রুতি নয়। মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক বিধিবিধানগুলির রহস্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেন। এই অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াই মার্কসকে সমাজতন্ত্রের ঐতি-হাসিক অবশ্যম্ভাবীতা ও প্রয়োজনীয়তায় পৌঁছিয়ে দেয়। কোনো পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে, সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য বলে স্থির করে মার্কস তাঁর বিশ্লেষণে অগ্রসর হননি। এঙ্গেলস তাঁর 'অ্যান্টি ডুরিং'-এ বলেছেন, উদ্বৃত্ত মূল্যের রহস্য এবং তত্ত্ব যেদিন আবিষ্কৃত হয় সেদিন থেকেই সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কস-এর এই উদ্বৃত্ত মূল্যের রহস্য আবিষ্কার-লব্ধ তত্ত্বই তাঁর কালজয়ী 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে বিবৃত রয়েছে। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের লক্ষ্য সম্বন্ধে মার্কস বলেছেন:

"আধুনিক সমাজের [অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক, বুর্জোয়া সমাজের]* অর্থনৈতিক বিধিবিধানের গতি প্রকৃতির (Law of motion) রহস্য উন্মোচনই এই রচনার চূড়ান্ত লক্ষ্য।"১

এই "চূড়ান্ত" লক্ষ্যের অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণই মার্কসকে বিষয়গতভাবে এক পণ্য-বিহীন, বাজার-বিহীন, শ্রেণী-বিহীন

১। মার্কস ঃ ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা।

* তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সমস্ত মন্তব্য লেখকের।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা এবং প্রয়োজনীয়তায় পৌঁছিয়ে দেয়। তাই, সমাজতন্ত্র এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। মার্কস-এর জামাতা পল লাফার্গ-এর একটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির সমালোচনা করে এঙ্গেলস লাফার্গ-এর কাছে এক চিঠিতে লেখেন ঃ

"তুমি যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং "সামাজিক" লক্ষ্যের কথা তাঁর প্রসঙ্গে [মার্কস-এর প্রসঙ্গে] লিখেছো, মার্কস [জীবিত থাকলে] অবশ্যই তার প্রতিবাদ করতেন। যখন একজন মানুষ "বিজ্ঞানী" তখন তাঁর সামনে কোনো লক্ষ্য থাকে না, তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক ফলাফলই বের করেন। ... কিন্তু যখন একজনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে, তখন তিনি বিজ্ঞানী হতে পারেন না। কারণ তখন তাঁকে পূর্ব ধারণা নিয়ে শুরু করতে হয়।"২

মার্কসও তাঁর "দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি" বইখানা লিখবার সময়ে ১৮৫৮ সালে লাজাল-এর কাছে এক চিঠিতে লেখেন ঃ

"অর্থনীতির উপরে কাজটা যে কি ধরণের তা তোমাকে বলছি। বেশ কিছুদিন হলো বইখানা আমি চূড়ান্তভাবে লেখা শেষ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু কাজ খুবই ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। কারণ, বছরের পর বছর যে প্রশ্নগুলি নিয়ে একজন মানুষ তার গবেষণাকে প্রধান লক্ষ্য* করে নিয়েছে, সে যখন তার চূড়ান্ত অভিমতে পৌঁছাতে চায়, ঠিক তখনই আবার তার সামনে নতুন, নতুন দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—যার ফলে তাকে আবার নতুন করে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়।"৩

২। "ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস—পল-অ্যাণ্ড লরা লাফার্গ করেসপণ্ডেন্স, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো; পৃঃ ২৩৫।

৩। "মার্কস-এঙ্গেলস করেসপণ্ডেন্স"—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা।

* অনুল্লেখ থাকলে সমস্ত নিম্নরেখ লেখকের।

এই চিঠিখানা থেকেই মার্কস-এর পূর্ব-ধারণা বর্জিত নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক মনের গভীর পরিচয় পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে, মার্কস-এর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল'-এ বিশ্লেষিত হয়েছে। এমন যে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ—মার্কস তা শুরু করেছেন পণ্যের বিশ্লেষণ দিয়ে। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ প্রসঙ্গে লেনিন 'মার্কসবাদের তিনটি অঙ্গ' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

"পণ্য উৎপাদন ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রভুত্ব করে, তাই, মার্কস-এর বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে পণ্যের বিশ্লেষণ দিয়ে।" (নিম্নরেখ লেনিনের)

লেনিন 'পণ্য' শব্দটির উপরে জোর দিয়েছেন। এ জোর নিরর্থক নয়। পণ্য যেহেতু ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রভুত্ব করে তাই ধনতন্ত্রের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির রহস্য বুঝতে হলে পণ্যের চরিত্র ও ভূমিকা জানা প্রয়োজন। যে অর্থনৈতিক বর্গগুলি (economic categories)—যথা, 'টাকা' 'বাজার দর', 'মুনাফা', 'খাজনা', 'মজুরিশ্রম' ইত্যাদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অবিরাম প্রভুত্ব করছে, আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে, তার সব কিছুরই উৎস হচ্ছে পণ্য। পণ্য হচ্ছে দ্বেষ, বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাজার-দখল এবং অবশেষে যুদ্ধ। পণ্যোৎপাদনের অবসানে পণ্যের সহজাত এই বর্গগুলি এবং বর্গগুলির ফলশ্রুতিরও অবসান ঘটবে, মানুষ আর তখন নিজ উৎপাদিত দ্রব্যের ভূমিকার দাস না হয়ে উৎপাদিত দ্রব্যের উপরেই প্রভুত্ব করবে। পণ্যোৎপাদনের অবসানই সমাজতন্ত্র। পণ্য থাকলে সমাজতন্ত্র নেই। সমাজতন্ত্র থাকলে পণ্য নেই। এই হচ্ছে পণ্য আর সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক। পণ্য বিশ্লেষণের অপরিসীম তাৎপর্য এখানেই নিহিত রয়েছে।

এঙ্গেলস বলেছেন,

"...যখন উৎপাদকেরা আর সরাসরিভাবে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য ভোগ করছে না, বরঞ্চ বিনিময়ের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা অন্যের কাছে চলে যেতে দিচ্ছে, তখন তারা এর উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে।...দ্রব্য যে উৎপাদকেরই বিরুদ্ধে যেতে পারে, তাদেরই শোষণ এবং নিপীড়ন করবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সেই সম্ভাবনার উদ্ভব হয়।" ৪

অর্থাৎ, পণ্য ও বিনিময়ের জন্মকাল থেকেই তা খোদ উৎপাদকদের শোষণ এবং নিপীড়ন করবার হাতিয়ারের উদ্ভবের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। পণ্যের ভূমিকার এ দিকটি খোদ উৎপাদকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই, ধনতান্ত্রিক সমাজের খোদ উৎপাদকদের সমাজতন্ত্রের দাবী, পণ্যের দাসত্ব থেকে তাদের মুক্তির দাবীর সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর তাই সমাজতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী লক্ষ্য।

পণ্যোৎপাদনের বিকাশ ঃ

প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সমাজগুলির পণ্যোৎপাদনকে মার্কস ধনতন্ত্রের 'ভ্রূণ' বা 'সেল' বলেছেন। পণ্যোৎপাদনই ধনতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে, আবার পণ্যোৎপাদনের অবসানেই ধনতন্ত্রের অবসান। মার্কস বলেছেন ঃ

"যে উৎপাদনী পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্য পণ্যের রূপ নেয় বা সরাসরিভাবে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন করা হয় তা হচ্ছে বুর্জোয়া উৎপাদনের সাধারণ ('Ordinary') এবং প্রাথমিক ধরণ।"৫

৪। এঙ্গেলস ঃ "দি অরিজিন অব ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রোপার্টি অ্যাণ্ড দি স্টেট", অধ্যায় ৫।

৫। মার্কস ঃ ক্যাপিটাল, খণ্ড ৩।

তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন ঃ

"যতোদিন পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পণ্যোৎপাদনের ভিত্তি হিসেবে কাজ না করে ততোদিন পর্যন্ত পণ্যোৎপাদন উৎপাদনের স্বাভাবিক প্রভুত্বকারী ধরণ হয় না।"৬

এই ধরণগুলি ছিল দাস ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, সরল পণ্যোৎপাদনে এবং বণিক পুঁজির প্রাধান্যের কালে। অবশেষে, পণ্যোৎপাদনই হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তি এবং প্রভুত্বকারী ধরণ। তাই মার্কস বলেছেন ঃ

"ধনতন্ত্র পণ্য উৎপাদন করে বলেই কিন্তু অন্যান্য উৎপাদনী পদ্ধতির চাইতে ভিন্নতর নয়। বরঞ্চ, পণ্যই প্রধান এবং উৎপাদিত দ্রব্যের এই নির্ধারক বৈশিষ্ট্যটিই [অন্যান্য উৎপাদনী পদ্ধতির সঙ্গে] ভিন্নতর করে। উপরন্তু, পণ্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে,...উৎপাদনের বৈষয়িকতার সামাজিক ধরণ এবং উৎপাদনের বৈষয়িক ভিত্তির সুনির্দিষ্ট রূপ। এটাই সমগ্র উৎপাদনকে বিশিষ্টতা এনে দেয়।৭

অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনী পদ্ধতির আগেও অন্যান্য উৎপাদনী পদ্ধতির মধ্যেও পণ্যোৎপাদন হয়েছে। সেই দিক থেকে ধনতন্ত্রের সঙ্গে অন্যান্য উৎপাদনী পদ্ধতির ভিন্নতা নেই। কিন্তু ধনতন্ত্রের ভিন্নতা রয়েছে তার পণ্যোৎপাদনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। পণ্যই সেখানে প্রধান যা অন্যান্য উৎপাদনী পদ্ধতিতে ছিল না। পণ্যই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তি যা আগেকার সমাজগুলিতে ছিল না, পরবর্তী সমাজেও থাকবে না। পণ্যোৎপাদন হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের "নির্ধারক বৈশিষ্ট্য", "উৎপাদনের প্রধান ধরণ" "সুনির্দিষ্ট রূপ" এবং "সামাজিক ধরণ"। অন্যান্য সমাজের পণ্যোৎপাদন আর ধনতান্ত্রিক সমাজের পণ্যোৎপাদনের মধ্যে মৌলিক চরিত্রগত পার্থক্য

৬ এবং ৭। মার্কস ঃ ক্যাপিটাল, খণ্ড ৩।

বিশ্লেষণে মার্ক'স-এর এই বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আজকের দিনের পণ্যোৎপাদনকারী 'সমাজতন্ত্রের' কালে। পণ্যোৎপাদন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতেই পূর্ণতম-রূপ পায়। ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যোৎপাদনই তার ভিত্তি ও সাধারণ ('General') হয়। এঙ্গেলস বলেছেন,

"ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্ক'স অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন···'বিকাশের একটা সুনির্দিষ্ট স্তরে পণ্যোৎপাদন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে রূপান্তরিত হয়।' মার্ক'স আরও বলেছেন, 'পণ্যোৎপাদনের এবং তার চরম ও পরম (absolute) ধরণ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন।"৮

এঙ্গেলস-এর এই বক্তব্যের একটি মাত্র অর্থই হতে পারে, আর তা হচ্ছে, পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ধরণ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন। যে উৎপাদনী ব্যবস্থা তাকে সমাজতান্ত্রিক ব'লে পণ্যোৎপাদনকেই বিস্তার ও সম্প্রসারণ ক'রে সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত পর্যায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলে, সে উৎপাদনী ব্যবস্থা—মার্ক'স এবং এঙ্গেলস-এর বক্তব্যানুযায়ী, পণ্যোৎপাদনকারী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে পণ্যোৎপাদনের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটায় সে সম্বন্ধে মার্ক'স দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন :

"পণ্যোৎপাদন—ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের চূড়ান্ত বিকাশে চূড়ান্তে পৌঁছায়।"৯

মার্ক'স আরও বলেছেন :

"পণ্য হতে হলে একটি দ্রব্যের একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থার প্রয়োজন। উৎপাদকের সরাসরি ভোগের জন্য এর উৎপাদন

৮। এঙ্গেলস : অ্যান্টি ডুরিং।

৯। মার্কস : ক্যাপিটাল, খণ্ড ৩।

হয় না। আমরা যদি আরও গভীরে প্রবেশ করি এবং অনুসন্ধান করি যে কোন্ অবস্থায় সকল অথবা অধিকাংশ দ্রব্যাদি পণ্যের রূপ পরিগ্রহ করে তাহলে দেখতে পাবো যে, এ কেবল ঘটতে পারে, একটা সুনির্দিষ্ট প্রকারের উৎপাদনে—ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে।"১০

সকল অথবা অধিকাংশ দ্রব্যাদি পণ্যের রূপ পরিগ্রহ করার অর্থই হচ্ছে ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপ। এঙ্গেলস রাশিয়ার চার্নে'সেভ্স্কির গ্রামীণ কমিউন্গুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

"·····পশ্চিম ইউরোপে পণ্যোৎপাদন শুধু সাধারণ ('General') ধরণই নয়, এমনকি এর উচ্চতম এবং চূড়ান্ত ধরণ,··· ।"১১

মার্ক'স এবং এঙ্গেলস-এর উল্লিখিত বক্তব্যগুলি থেকে নিঃসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় প্রমাণিত হয় যে ধনতন্ত্রই হচ্ছে পণ্যোৎপাদনের সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত অবস্থা। অবশ্য, পশ্চিম ইউরোপ এবং খোদ উত্তর আমেরিকার বাইরের দেশগুলি অর্থাৎ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে পণ্যোৎপাদন সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত অবস্থায় আজও পৌঁছায়নি। কিন্তু যে ধনতন্ত্র এঙ্গেলস-এর জীবিত কালেই একটি বিশ্ব-অর্থনীতি এবং যে বিশ্ব অর্থনীতি নিজের সংকটেই জর্জরিত, সেই বিশ্ব অর্থনীতির বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ যে সম্ভব নয় সে বিষয়ে এঙ্গেলস পূর্ব উল্লেখিত চার্নে'সেভ্স্কির রুশী গ্রামীণ কমিউনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক

১০। মার্কস : ক্যাপিটাল, খণ্ড ১।

১১। মার্কস অ্যাণ্ড এঙ্গেলস অন *লিটারেচার অ্যাণ্ড আর্ট*, প্রগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৭৮ মস্কো, পৃঃ ৪১৯।

নয়, ধনতান্ত্রিক পথে নয়, একমাত্র ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করেই সমাজতান্ত্রিক পথে রুশ দেশকে একেবারে আধুনিক স্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করতে পারে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে, লেনিনও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ কথাই বলেছেন। সুতরাং, "অনুন্নত" দেশগুলিতে আভ্যন্তরীণ বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে পণ্যোৎপাদনের বিস্তৃতি ঘটেনি বলে পণ্যোৎপাদন এবং বিনিময় ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব নয়, তাতে ধনতন্ত্রই গঠিত হয়।

ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিবদ্ধ উৎপাদন ঃ

পণ্যোৎপাদন ব্যাবস্থাকে মার্কস ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপাদন বলেছেন। ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপাদন মার্কস কাকে বলেছেন এবং সমষ্টিগত মালিকানাই বা কি তা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকলে এই দু'টি উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মৌলিক পার্থক্যের ধারণা অর্জন করা সম্ভব। মার্কস বলেছেন ঃ

"একজন ব্যক্তির অথবা কিছু ব্যক্তিয় একটি গ্রুপের পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে উৎপাদনের" নামই ব্যক্তিগত উৎপাদন।১২

অর্থাৎ, লিমিটেড্, প্রাইভেট্ লিমিটেড্ কোম্পানীগুলির, কার্টেল এবং সিণ্ডিকেটের, বহু-জাতিক করপোরেশনগুলির, এমনকি সমবায় সমিতি এবং যৌথ-খামারগুলির উৎপাদনও ব্যক্তিগত উৎপাদন। 'প্রাইভেট্' শব্দটি দিয়ে মার্কস একজন ব্যক্তি-ভিত্তিক বা একটি পরিবার-ভিত্তিক (যদিও এগুলিও ব্যক্তিগত) উৎপাদন বোঝাননি। এক একটি গ্রুপ, বা একজন ব্যক্তি,

১২। মার্কস ঃ ক্যাপিটাল, খণ্ড ১।

পরস্পর থেকে আলাদা আলাদাভাবে, পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে যে উৎপাদন করে এবং বাজারের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে সামাজিক ভোগের যে চাহিদা মেটায়, তাই হচ্ছে বিক্রয়ের মাধ্যমে সামাজিক ভোগের জন্য ব্যক্তিগত উৎপাদন। এই উৎপাদনের লক্ষ্য—সামাজিক চাহিদা মেটানো নয়—যদিও অপ্রত্যক্ষভাবে এই উৎপাদনে সামাজিক চাহিদার অনেকটাই মেটে। এই উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন। তাই এই উৎপাদন পরিকল্পিত হয় সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে নয় —মুনাফার হারের দিকে লক্ষ্য রেখে।

শৈল্পিক উৎপাদন বিভিন্ন ধরণের কারখানায় হয়। যদি বিভিন্ন ধরণের কারখানার বিভিন্ন ধরণের উৎপাদন, সমগ্র সমাজটির সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে (তৎকালীন অবস্থা অনুসারে) একটি জাতীয় পরিকল্পনা দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন ধরণের কারখানাগুলির যাবতীয় উৎপাদিত দ্রব্যাদি (ভোগ্য এবং উৎপাদনের উপায়াদি সমেত কাঁচামাল ইত্যাদি) বিভিন্ন কারখানার এবং সমাজের সকল মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী (উৎপাদনের ক্ষমতাকেও এই হিসেবে আনতে হবে) সরাসরিভাবে (কোন প্রকারের বাজার এবং টাকার মাধ্যম ব্যতিরেকে) বণ্টিত হয়, তবেই সেই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সামাজিক স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে, সমষ্টিগত উৎপাদন প্রক্রিয়া বা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া বলা হয়—যদিও শারীরিকভাবে কারখানাগুলি ভিন্ন ভিন্ন এবং দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ গুলির উৎপাদন প্রক্রিয়া আর তখন পরস্পর থেকে স্বাধীন নয়। দেশের যাবতীয় সঙ্গতি

এবং সম্পত্তির উপরে সমষ্টিবদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ব্যতীত এই উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু যদি বিভিন্ন ধরণের, এমনকি একই ধরণের কারখানা-গুলি ভিন্ন ভিন্নভাবে কি উৎপাদিত হবে, কতটুকু উৎপাদিত হবে, বা এমনকি ভিন্ন ভিন্ন মালিকানাধীনে থেকেও একটি জাতীয় পরিকল্পনার নিরিখেই উৎপাদন পরিকল্পনা করে এবং যদি কারখানাগুলির মোট উৎপাদিত দ্রব্য স্বতন্ত্রভাবে বাজারের মাধ্যমে বিভিন্ন কারখানার এবং সমাজের প্রয়োজন অপ্রত্যক্ষভাবে টাকার বিনিময়ে মেটায় তবে সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টি-কোণ অনুসারে সেই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরস্পর থেকে স্বাধীন, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত বা গ্রুপগত ইউনিটের উৎপাদন—যা মুনাফার জন্য করা হয়।

সামাজিকৃত এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ঃ

মার্কস বলেছেন, পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা বিনিময় এবং মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত উৎপাদন হওয়া স্বত্বেও এই উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সামাজিকরণ (Socialise) করে। এই সামাজিকৃত উৎপাদন প্রক্রিয়াই সমাজ-তন্ত্রের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে। সামাজিকৃত উৎপাদন আর ব্যক্তিগত আত্মসাৎকরণই ধনতন্ত্রের মৌলিক দ্বন্দ্ব — যার ফলে সামাজিকৃত অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক, সমষ্টিবদ্ধ ভোগের জন্যই প্রয়োজন হয় সমষ্টিবদ্ধ বা সমাজতান্ত্রিক মালিকানার। ধনতন্ত্রের উৎপাদন প্রক্রিয়াটি যখন সামাজিকৃত হয় তখন পরস্পর থেকে স্বাধীন ব্যক্তিগত উৎপাদনের সহস্র ইউনিটগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত থাকা স্বত্বেও আর আগের মতো সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতে পারে না, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরস্পরের নির্ভরশীল হতে হয় এবং

এভাবেই উৎপাদন প্রক্রিয়াটি সামাজিকৃত হয়। লেনিন বলেছেন ঃ

"পণ্যোৎপাদন কি ইতোমধ্যেই উৎপাদনের মধ্যে একটি বন্ধন স্থাপন করেনি—যে বন্ধন বাজারের মাধ্যমে হয়েছে? এই বন্ধন, যদিও বৈরীতামূলক, খুবই নড়বড়ে এবং স্ব-বিরোধী তা স্বত্বেও এর অস্তিত্ব অস্বীকার করবার কোনো অধিকার নেই।"১৩

তিনি আরও বলেছেন ঃ

"…বিনিময়ও একটা বিশেষ ধরণের সামাজিক অর্থনীতির অভিব্যক্তি।…ফলে এ শুধুমাত্র বন্ধন ছিন্নই করেনা (কেবল-মাত্র মধ্যযুগীয় সংস্থাগুলিকে ধনতন্ত্র ধ্বংস করে) উপরন্তু মানুষকে ঐক্যবদ্ধও করে, বাজারের মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশার সম্পর্কেও আনতে বাধ্য করে।"১৪

ধনতন্ত্রের এবং শ্রম বিভাগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে "উৎপাদকদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন ক্রমবর্ধমানভাবে শক্তিশালী হয়, উৎপাদকেরা একটি মাত্র সমগ্রে সংঘবদ্ধ হয় ("Welded into a single whole")। এক সময়ে বিচ্ছিন্ন খুদে উৎ-পাদকেরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধরণের অনেকগুলি কাজ করতো এবং সে কারণেই তারা অপেক্ষাকৃতভাবে পরস্পর থেকে স্বাধীন ছিল। উদাহরণস্বরূপ, তখন একজন হস্তশিল্পী নিজেই কার্পাস বুনতো, নিজেই সুতো কাটতো এবং নিজেই কাপড় বুনতো; সে ছিল প্রায় স্বাধীন।"১৫

১৩। লেনিন ঃ সং রঃ, খণ্ড ২, পৃঃ ২০৯। জোর লেনিনের।
১৪। লেনিন ঃ সং রঃ, খণ্ড ২ ; পৃঃ ২১৯।
১৫। ঐ ঐ খণ্ড ১ ; পৃঃ ১৭৬।

কিন্তু ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে "উৎপাদনের সবটাই···একটিমাত্র সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মিশে যায় ('fused') কিন্তু তা স্বত্বেও প্রতিটি কারখানাই এক একজন আলাদা পুঁজিপতি দ্বারা পরিচালিত হয়।···এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে উৎপাদনের ধরণটি আত্মসাৎকরণের ধরণটির সঙ্গে আপোষ-হীন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়? এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে শেষেরটি প্রথমটির সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য হবে এবং সামাজিক অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক হতে বাধ্য হবে?"১৬

এভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া সামাজিকৃত হয়েছে। ধনতন্ত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামাজিকরণ করে এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই যখন বলা হয় পণ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত উৎপাদকের উৎপাদিত দ্রব্য এবং তা উৎপাদিত হয় বিনিময়ের জন্য, মুনাফা অর্জনের জন্য তখন মনে হতে পারে যে দু'টি বক্তব্যের মধ্যে একটা স্ব-বিরোধিতা রয়েছে। যে উৎপাদন সামাজিক এবং সামাজিকৃত প্রক্রিয়ার উৎপাদন তা আবার 'ব্যক্তিগত' হয় কেমন করে? কিন্তু এই স্ববিরোধিতাটি মার্কস বা লেনিনের বক্তব্যে নয়, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতেই রয়েছে যার জন্যই সমাজ বিপ্লব ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় এবং অবধারিত। সামাজিকৃত উৎপাদন প্রক্রিয়া ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সংগঠক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তার লক্ষ্য—সামাজিক চাহিদা মেটানো নয়, বাজারের মাধ্যমে মুনাফা আদায় করা। আত্মসাৎকরণের এই ব্যক্তিগত চরিত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপরে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। যেহেতু সামাজিক চাহিদার পরিবর্তে মুনাফার হারই হয় উৎপাদনের মাপকাঠি। তাই, উৎপাদন প্রক্রিয়ার এগিয়ে যাওয়ার গতিবেগকে এরা পেছনে টেনে রাখে আর তারই ফলে দেখা দেয় ঘন ঘন সংকট।

১৬। ঐ ঐ ঐ; পৃঃ ১৭৭।

ধনতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের মধ্যে সামাজিকৃত উৎপাদনের ব্যাপারে যে পার্থক্য তা হচ্ছে: ধনতান্ত্রিক উৎপাদন অপ্রত্যক্ষভাবে সামাজিক আর সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক। ধনতন্ত্রে যদিও, সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়াটিই পরস্পর নির্ভরশীল এবং যদিও প্রতিটি কারখানার উৎপাদন সমাজের ব্যবহারের জন্যই, তা স্বত্বেও প্রতিটি কারখানাই উৎপাদন পরিকল্পনায় স্বাধীন এবং সামাজিক প্রয়োজন মেটে বাজারের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, অপ্রত্যক্ষভাবে। একইভাবে, ধনতন্ত্রে শ্রমও অপ্রত্যক্ষভাবে সামাজিক। যদিও শ্রমোৎপাদিত উৎপাদন সামাজিক প্রয়োজনই মেটায়, তাই এই শ্রম সামাজিক, কিন্তু এই শ্রম মূল্যের চরিত্রে প্রকাশ পায়। সমাজতন্ত্রের অধীনে উৎপাদন যেমন বাজারের মাধ্যম এবং হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই সরাসরিভাবে সামাজিক প্রয়োজন মেটায়, ঠিক শ্রমও তেমনি সরাসরিভাবে সামাজিক প্রয়োজন মেটায়, মূল্যের মাধ্যমে মেটানোর প্রয়োজন আর থাকেনা। তাই সমাজতন্ত্রে, শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের চরিত্র গ্রহণের বৈষয়িক ভিত্তির অবসান ঘটে এবং দ্রব্যেরও পণ্যে রূপান্তরণের অবসান ঘটে। এঙ্গেলস বলেছেন:

"প্রত্যক্ষ সামাজিক উৎপাদন এবং প্রত্যক্ষ বণ্টন পণ্য-বিনিময় ব্যতিরেকেই হয়, তাই দ্রব্যও আর পণ্যে রূপান্তরিত হয় না [অন্ততপক্ষে একটি সমাজের (Community) মধ্যে] আর তারই ফলে মূল্যেও রূপান্তরিত হয় না।

"যে মুহূর্ত্তে সমাজ উৎপাদনের উপায়গুলির উপরে দখল নেয় এবং উৎপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ সমষ্টিবদ্ধতা (Association) কাজে লাগায়, তখন প্রতিটি ব্যক্তির শ্রম—তা সুনির্দিষ্টভাবে যতো বিচিত্র চরিত্রেরই হোক না কেন—তৎক্ষণাৎ এবং সরাসরিভাবে

তা সামাজিক শ্রম হয়। তখন, একটি দ্রব্যের মধ্যে কি পরিমাণ সামাজিক শ্রম নিহিত রয়েছে তা আর ঘুরপথে নির্ণয় করবার প্রয়োজন হবে না [অর্থাৎ মূল্যের বিধি বিধান দিয়ে নির্ণয় করবার প্রয়োজন হবে না], দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই সরাসরিভাবে দেখিয়ে দেবে গড়-পড়তা কতোটা শ্রমের প্রয়োজন হয়। একটা বাষ্পীয় এঞ্জিনে, গত মরশুমের চাষে এক বুশেল গমে বা কোনো একটি বিশেষ ধরণের একশো গজ কাপড়ে কতো ঘণ্টার শ্রম নিহিত রয়েছে তা সরল ভাবেই হিসেব হতে পারে।…

"একশো গজ কাপড় উৎপাদন করতে, ধরা যাক্, এক হাজার ঘণ্টার শ্রম লেগেছে, তখন তা আর নিরর্থক ঘুরিয়ে বলবার দরকার হবেনা যে এর মধ্যে এক হাজার ঘণ্টা শ্রমের মূল্য নিহিত রয়েছে।"১৭

মার্কসও তাঁর "দি ক্রিটিক অব গোথা প্রোগ্রাম"-এ ঐ একই কথা বলেছেন।

অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রে শ্রম-সময়ই হবে হিসেবের মানদণ্ড, মূল্যের বিধি বিধান (Law of value) নয়। সমাজতন্ত্রে শ্রম অনুযায়ী পাওনার অর্থ দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমকে মূল্যের বিধি বিধান দিয়ে পরিমাপ করা নয়। একটি দ্রব্যের (একই ধরণের দ্রব্যের) উৎপাদনে মোট গড়-পড়তা (দক্ষ এবং অদক্ষ মিলিয়ে) কত শ্রম সময় নিহিত রয়েছে। সেই গড়-পড়তার নীচের এবং উপরের শ্রম-সময় দিয়েই অদক্ষ এবং দক্ষ শ্রম-সময়ের পরিমাপ হবে। এটা হয় এই জন্য, সমাজতন্ত্রে বিমূর্ত শ্রম (abstract labour) এবং মূর্তশ্রম (Concrete labour)—শ্রমের এই দ্বৈত চরিত্রের ভূমিকার অবসান ঘটে এবং মূর্ত শ্রম সমগ্র সামাজিক শ্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে সরাসরিভাবে

১৭। এঙ্গেলস ঃ অ্যান্টি ডুরিং। 'মূল্যে' শব্দটির উপরে জোর এঙ্গেলস-এর।

পরিগণিত হয়—এবং তাই, বিমূর্ত এবং মূর্ত শ্রমের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। তাই শ্রমশক্তিও আর পণ্য থাকেনা, কারণ, মূর্ত শ্রমের মূল্য নির্ণয়ের আর প্রয়োজন হয় না। শ্রম নিজে কোনো মূল্য নয়, কেবলমাত্র তখনই শ্রম মূল্য অর্জন করে, যখন পণ্য উৎপাদিত হয় বিনিময়ের জন্য। শ্রমই যখন আর মূল্য অর্জন করে না, তখন শ্রমশক্তিও কোনো মূল্য অর্জন করে না। মূল্য হচ্ছে পণ্যের মূর্ত শ্রম। মূল্যের কোনো স্বাধীন স্বত্ব নেই। মূল্য হলো ইতিহাসগত একটা ঘটনা—যা শুধুমাত্র পণ্যোৎপাদনের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মূল্য—উৎপাদিত দ্রব্য সমূহের কোনো অন্তর্নিহিত ধর্ম নয়, বরং একটা বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের অভিব্যক্তি।

পণ্যোৎপাদনের বিধিবিধান (laws) ঃ

পণ্য সব সময়েই ব্যক্তিগত উৎপাদিত দ্রব্য—যা বাজারে এসে পরস্পরের মুখোমুখী হয় এবং পণ্যোৎপাদন ও বিনিময়ের কার্যকলাপের ফলে, যেখানেই এই পণ্যোৎপাদন এবং বিনিময় রয়েছে সেখানেই, কতকগুলি বিষয়গত বিধি বিধানের (laws) উদ্ভব ঘটে—যা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই পণ্যোৎপাদনকারী সমাজে ক্রিয়াশীল থাকে। কি পরিমাণে এই বিধি বিধানগুলি ক্রিয়াশীল থাকবে, তা অবশ্য নির্ভর করে কি পরিমাণে পণ্যোৎপাদন এবং বিনিময় বিকাশ লাভ করেছে—তার উপরে। এঙ্গেলস বলেছেন ঃ

"…অন্যান্য সমস্ত ধরণের উৎপাদনের মতোই পণ্যোৎপাদনেরও কতকগুলি নিজস্ব বিধি বিধান রয়েছে, যেগুলি সহজাত এবং এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।"১৮

১৮। এঙ্গেলস ঃ 'অ্যান্টিডুরিং", জোর আমার।

যেখানেই, যে সমাজব্যবস্থায়ই এই পণ্যোৎপাদন ও বিনিময় চলুক না কেন, সেখানেই, সে সমাজব্যবস্থায়ই এই বিষয়গত বিধি-বিধানগুলি একই প্রকারের, একই চরিত্রের। পণ্যোৎপাদনের অর্থনীতি থেকেই বুর্জোয়া অর্থনীতির বর্গগুলির (economic categories) উদ্ভব ঘটে। এই বর্গগুলি হলো মজুরিশ্রম, মুনাফা, সুদ, খাজনা, বাজার দর, মুনাফার হার ইত্যাদি, ইত্যাদি। পণ্যোৎপাদনকারী বিভিন্ন কারখানার প্রতিযোগিতা এই বর্গগুলিকে অবধারিতভাবে আরও সক্রিয় করে তোলে। এই বর্গগুলির যে কোনো একটির সক্রিয়তা এবং কার্যকরীতাকে এবং তার ফলাফলকে যতোভাবেই অকার্যকরী করবার চেষ্টা করা হোক্ না কেন, তা একভাবে না একভাবে আত্মপ্রকাশ করবেই। তাই একটিকে রেখে অন্যটির অবসানের প্রচেষ্টা নিজেকে এবং সমাজকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সমগ্র পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব এবং তা করাও যেতে পারে। কিন্তু পণ্যোৎপাদন এবং বিনিময় থাকবে অথচ পণ্যোৎপাদনের সহজাত, অবিচ্ছেদ্য, নিজস্ব বিধিবিধানগুলি এবং তার অর্থনৈতিক বর্গগুলির একটির বা কয়েকটির অবসান ঘটানো সম্ভব হবে, এমনটি বাস্তবে সম্ভব হলে রুশ পার্টি যে মার্কসবাদের জয়গান গায় সেই মার্কসবাদই মিথ্যে হ'য়ে যায়।

মার্কস বলেছেন :

"বুর্জোয়া অর্থনীতির বর্গগুলি···একটা সুনির্দিষ্ট, ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত উৎপাদনী পদ্ধতির অর্থাৎ, পণ্যোৎপাদনের অবস্থা এবং সম্পর্ক।"১৯

১৯। মার্কস : ক্যাপিটাল, খণ্ড ১।

প্রুধোঁ এবং ডুরিং পণ্যোৎপাদন এবং প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ফলে পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থায় যে সব 'গলদ' 'দুর্নীতি' 'অপ্রীতিকর' এবং 'কলুষ' অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলিকে বিদূরিত ক'রে সচেতনভাবে পণ্যোৎপাদনের বিধি-বিধান প্রয়োগ করে পণ্যোৎপাদনকে 'গলদমুক্ত' 'কলুষমুক্ত' করে 'প্রীতিকর' এক অবস্থা সৃষ্টি করবার কথা বলেছিলেন। প্রুধোঁ এবং ডুরিং-কে সুতীব্রভাবে সমালোচনা করে মার্কস এবং এঙ্গেলস যে দু'খানা বই লিখেছিলেন তার নাম যথাক্রমে 'দি পভার্টি অব ফিলজফি' এবং 'অ্যান্টিডুরিং'। এই প্রবন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে এই "সচেতন প্রয়োগ"—সম্পর্কে মার্কস এবং এঙ্গেলস এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া হবে।

পণ্যের কয়েকটি দিক্ মাত্র এখানে আলোচিত হলো। পণ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক্গুলি এই সংক্ষিপ্তসারে আলোচিত হবে না। পণ্যের এই দিক্গুলি আলোচনার পরে এবার এই প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ পর্ব ও তার সঙ্গে পণ্যোৎপাদনের সম্পর্ক আলোচনা করবো।

সমাজতন্ত্রের উত্তরণ পর্ব

১৮৭৫ সালে মার্কস তাঁর "দি ক্রিটিক অব গোথা প্রোগ্রাম"-এ সমাজতন্ত্রকে কমিউনিজমের 'প্রাথমিক স্তর' বলেছেন। তিনি বলেছেন, এই প্রাথমিক স্তরে ধনতান্ত্রিক সমাজের 'অবশেষ' ('Vestiges') থেকে যাবে। এই 'অবশেষ' বা 'রেশ'

বলতে তিনি প্রধানত শ্রম অনুযায়ী আয়ের বণ্টনের কথাই বলেছেন—কিন্তু তিনি পণ্য বিনিময় বা মূল্যের বিধিবিধান (Law of value) দিয়ে শ্রমকে পরিমাপ করবার কথা বলেন-নি। বরঞ্চ মার্কস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই সমালোচনায় বলেছেন যে, কম্যুনিজমের প্রথম স্তরে পণ্য থাকবেনা, পণ্য-অর্থ সম্পর্ক থাকবেনা, পণ্য বিনিময় থাকবেনা এবং তাই বিনিময়ের মাধ্যম টাকা ও বাজার থাকবে না। এঙ্গেলস বলেছেন :

"সমাজ কর্তৃক উৎপাদনের উপায়গুলি দখলের ফলে পণ্যোৎপাদনের অবসান ঘটে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদকের উপরে উৎপাদিত দ্রব্যের প্রভুত্বেরও অবসান ঘটে"।২০

ঐ একই "অ্যান্টি ডুরিং"-এ এঙ্গেলস "উৎপাদনের সমস্ত উপায়গুলি দখল"-এর কথা বলেছেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর "দি পেজেন্ট কোশ্চেন ইন ফ্রান্স অ্যাণ্ড জার্মেনী" প্রবন্ধে বলেছেন :

"....আমরা যখন রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হবো তখন কৃষকদের সম্পত্তি বলপ্রয়োগ করে (ক্ষতিপূরণ সহ বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না) দখল করবার কথা এমন কি চিন্তার মধ্যেও আনবোনা। অবশ্য, বৃহৎজমির মালিকদের বেলায় আমরা তা করবো। খুদে কৃষকদের বেলায় আমাদের কাজ হবে প্রথমত, তাদের ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং মালিকানাকে সমবায়ে উত্তরণ করানো—বলপূর্বক নয়—উদাহরণ দেখিয়ে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সামাজিক সাহায্য দিয়ে তার পরে অবশ্য, আমাদের হাতে অনেক পন্থা থাকবে যার ফলে খুদে কৃষকদের কাছে তাদের বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতের সুখ সুবিধাগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে"।

২০। এঙ্গেলস : 'অ্যান্টি ডুরিং'

সুতরাং, এ থেকে খুবই সুস্পষ্ট যে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরে কমিউনিজমের উচ্চতর স্তর পর্যন্ত তিনটি পর্যায় বা স্তর আছে, যথা : (১) উত্তরণ পর্যায়, (২) সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের প্রাথমিক স্তর, এবং (৩) কমিউনিজমের উচ্চতর স্তর। লেনিনও তাঁর 'দি স্টেট অ্যাণ্ড রেভলুশন'এ তিনটি স্তরের কথাই বলেছেন। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়বস্তু পণ্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই রাষ্ট্র বা শ্রেণী সম্পর্কে কিছু বলা হবে না। তাই প্রশ্ন উত্তরণ পর্বে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক থাকবে কি? সমাজতন্ত্রের পর্বে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক থাকবেনা এ কথা মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন। উত্তরণ পর্বে রাষ্ট্র থাকবে, শ্রেণী থাকবে এ কথাও তাঁরা সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, কিন্তু পণ্য-অর্থ সম্পর্কে এই তিন জনের একজনও সুস্পষ্ট ভাবে কিছুই বলেননি। অবশ্য, সাধারণ বুদ্ধি এবং যুক্তি বিচারে উত্তরণ পর্বে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কারণ, ক্ষমতা দখলের পরেই রাতারাতি নিশ্চই পণ্য-অর্থ সম্পর্কের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। এঙ্গেলস-এর 'দি পেজেন্ট কোশ্চেন'-এর বক্তব্য থেকে যে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে উত্তরণ পর্বে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক থাকবে। তিনি শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরে খুদে কৃষকের ব্যক্তিগত উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিকীকরণের কথা বলেছেন। এই সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটি একই সঙ্গে সমাজতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া যদি হয় তবুও উত্তরণপর্বের একটা সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত পণ্য সম্পর্ক এবং মূল্যের বিধি-বিধানের ক্রিয়াশীলতা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি উত্তরণ পর্বে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক থাকে তবে সেই সম্পর্কের বিস্তার সাধনের প্রক্রিয়াই কি পণ্য-অর্থ সম্পর্কের অবসানের

প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করবে, না পণ্য-অর্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রকে ক্রমশ, ক্রমশ সংকুচিত করতে করতে অবসান ঘটাতে হবে? এসম্বন্ধেও মার্কস এবং এঙ্গেলস কিছু বলেননি। সুস্পষ্টভাবে কিছু না বললেও এঙ্গেলস-এর সমবায়ী করণের বক্তব্যটি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে কৃষকের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটিই সমাজতন্ত্রীকরনের প্রক্রিয়া। লেনিন কিন্তু খুবই সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে উত্তরণ পর্বে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রকে ক্রমশ, ক্রমশ সংকুচিত করেই অবশেষে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের অবসান ঘটাতে হবে। (লেনিনের বক্তব্য পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে)।

অতএব, উত্তরণ পর্য্যায় সম্বন্ধে এবার বলা যায় :

(ক) উত্তরণ পর্য্যায়ে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক থাকবে, (খ) উত্তরণ পর্যায়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামাজিকীকরণ (শিল্পে ও কৃষিতে) এবং সমাজতন্ত্রীকরণ একটির পরে আরএকটি, এরূপ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া নয়। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটিই সমাজতন্ত্রীকরণের কাজটি করবে। এর অর্থ, উত্তরণ পর্বেই ক্রমশ, ক্রমশ পণ্যোৎপাদন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের বিধিবিধানের ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্রকে সংকুচিত ক'রে ক'রে অবশেষে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের অবসানের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের স্তরে পৌছাতে হবে।

১৯০৮ সালে লেনিন "রুশ দেশের কৃষি প্রশ্ন" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন :

"যতক্ষণ পর্যন্ত বিনিময় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের কথা বলা [অর্থাৎ, 'সমাজতন্ত্র হয়েছে' বলা] হাস্যকর।"

ঐ একই প্রবন্ধে তিনি আরও বলেন :

"আমরা জানি, সমাজতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে পণ্য-অর্থনীতির অবসান।"

আমরা দেখেছি, মার্কস এবং এঙ্গেলসও অনুরূপ কথাই বলেছেন। কিন্তু স্তালিন ১৯৩৬ সালে সমাজতন্ত্রের বিজয় এবং উত্তরণকালীন পর্যায়ের অবসান ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা তিনি সোভিয়েট অর্থনীতির এমন এক অবস্থায় করেন যখন সেখানে পণ্য-অর্থের সম্পর্ক ব্যাপকভাবে বিরাজমান। ১৯৫২ সালে (তখনও সোভিয়েট ইউনিয়নে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল—যদিও তা সমাজতান্ত্রিক শিল্প এবং যৌথ খামারের মধ্যেই মূলতঃ সীমাবদ্ধ ছিল এবং ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রেও পণ্য-অর্থ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল—আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের অবসানও ঘটেছিল)। স্তালিন তাঁর "ইকনমিক প্রবলেমস্ অব সোস্যালিজম" পুস্তিকায় "যৌথ খামারগুলির সম্পত্তিকে জনসাধারণের সম্পত্তিতে উন্নীত করবার ব্যবস্থাবলী" শীর্ষক বক্তব্যে বলেন :

"কমরেড সেণিনা এবং ভেনঝার-এর মে ল ভ্রান্তি এই যে, তাঁরা সমাজতন্ত্রের অধীনে পণ্য চলাচলের ভূমিকা এবং তাৎপর্য বোঝেন না। তাঁরা বোঝেন না যে সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণে পণ্য-চলাচল বেমানান।"

স্তালিন ১৯৩৬ সালে সমাজতন্ত্রের বিজয় এবং উত্তরণ-কালীন পর্যায়ের অবসান ঘোষণা করেন, এবং ১৯৫২ সালে সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণে পণ্য চলাচল 'বেমানান' বলে বলেন। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের ধারণা (concept), সূত্রায়ণ এবং বক্তব্যের সঙ্গে স্তালিনের বক্তব্যের আদৌ সামঞ্জস্য নেই, বরঞ্চ মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

স্তালিনের বক্তব্যে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আমরা একটা নতুন ধারণা পাই, অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু কমিউ-নিজমে থাকবে না। এটি হচ্ছে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের সূত্রায়ন থেকে এক কদম পিছু হটে আসা। স্তালিনের সূত্রায়নে এ কথাও স্পষ্ট যে সমাজতন্ত্রে শ্রেণী ও রাষ্ট্রও থাকবে। তাছাড়া, স্তালিনের সূত্রায়নে আমরা আর একটি নতুন ধারণা পাই—আর তা হচ্ছে 'পণ্য'কে 'সমাজতান্ত্রিক পণ্য' বলে সূত্রায়ন। মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন সমাজতন্ত্রে পণ্য থাকবেনা বলেছেন, অথচ সমাজতন্ত্রে পণ্য রয়েছে। তাই স্তালিন সমাজতন্ত্রে পণ্যের অস্তিত্বকে 'স্বাভাবিক' এবং 'যুক্তিসঙ্গত' করবার জন্য—'এ পণ্য-সে পণ্য নয়' এই যুক্তি দিয়ে এ-পণ্য-কে 'সমাজতান্ত্রিক পণ্য' বলে অভিহিত করেছেন। 'সমাজতান্ত্রিক পণ্য' ধারণাটি পণ্য সম্বন্ধে মার্কস-এর অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত এবং সংজ্ঞার শুধু সম্পূর্ণ বিপরীতই নয়, মৌল ধারণা বিরোধী। পণ্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করে মার্কস বলেছেন :

"কোন্ ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে পণ্যাদির উৎপাদন হয় তা কোনো বিবেচ্য বিষয়ই নয়। যে দ্রব্যাদি পণ্য হিসেবে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয় তার ভিত্তি দাস সমাজের আদিম পণ্যই হোক্, খুদে কৃষকের পেটি বুর্জোয়া ভিত্তিই হোক্, ধনতান্ত্রিক ভিত্তিই হোক্ [আমরা যোগ করতে পারি 'সমাজ-তান্ত্রিক ভিত্তিই' হোক্] তাতে পণ্য হিসেবে উৎপাদিত দ্রব্যের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেনা এবং পণ্য হিসেবে সেগুলি বিনিময়ের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং তার সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই যাবে।" ২১

২১। মার্কস : 'ক্যাপিটাল'—খণ্ড ৩ ; পৃঃ ৩২০ ; নিম্নরেখ আমার।

অর্থাৎ, পণ্য পণ্যই, তা দাস পণ্য, সামন্ততান্ত্রিক পণ্য, ধনতান্ত্রিক পণ্য বা সমাজতান্ত্রিক পণ্য হতে পারে না। উৎপাদনী পদ্ধতি নির্বিশেষে পণ্যের চরিত্র অপরিবর্তিতই থাকে। দাস এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পণ্য ছিল, কিন্তু সেই পণ্য-অর্থনীতি দাস বা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনী পদ্ধতির, অর্থনীতির প্রধান, এমন কি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায়ও ছিলনা। এই পণ্য বিনিময় ছিল দাস বা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনী পদ্ধতি এবং অর্থ-নীতির বাইরে একটি স্বাধীন অর্থনীতি। তাই সেই পণ্যকে মার্কস দাস বা সামন্ততান্ত্রিক পণ্য বলেননি। বরঞ্চ মার্কস এই পণ্যকে ধনতন্ত্রের 'ভ্রূণ' বা সেল বলেছেন। দাস বা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ছিল পণ্য অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত প্রাকৃতিক অর্থনীতি (Natural Economy)। সুতরাং, পণ্য—দাস বা সামন্ততান্ত্রিক হতে পারে না। তাহলে পণ্য 'সমাজতান্ত্রিক পণ্য' হয় কেমন করে? পণ্য যদি সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী পদ্ধতি এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয় (ভিত্তি না হয়েও) তবেই পণ্য সমাজতান্ত্রিক পণ্য হতে পারে। দাস বা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনী পদ্ধতি এবং অর্থনীতির অঙ্গ হিসেবে এই দুই সমাজে পণ্য ছিল না, পণ্য ছিল এই দুই উৎপাদনী পদ্ধতি ও অর্থনীতির বাইরে একটা পার্শ্ব-ঘটনা মাত্র। পণ্য ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ভিত্তিও বটে তাই মার্কস যেমন একদিকে, দাস বা সামন্ততান্ত্রিক সমা-জের পণ্যকে ধনতন্ত্রের 'ভ্রূণ' বলেছেন, তেমনি অপরদিকে পূর্ণ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনকে পণ্যোৎপাদনের সঙ্গে সমার্থক করেছেন। স্তালিনও কিন্তু পণ্য এবং পণ্যোৎপাদনকে সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেননি, বরঞ্চ তিনি একে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী পদ্ধতি এবং অর্থনীতির (প্রকৃতপক্ষে, উত্তরণকালের

অর্থনীতির) একটা পার্শ্বচরিত্র হিসেবেই দেখেছেন এবং তাই বলেছেন, পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রকে ক্রমশ ক্রমশ সংকুচিত করে অবশেষে এর অবসান ঘটাতে হবে। পণ্য যদি সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী পদ্ধতি এবং অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই না হয়, তবে পণ্য 'সমাজতান্ত্রিক পণ্য' হতেই পারে না।

পণ্য সম্বন্ধে স্তালিনের এই সূত্রায়নের স্ব-বিরোধিতার সুযোগ নিয়েই সোভিয়েট ইউনিয়নের স্তালিনোত্তর নেতৃবর্গ 'সমাজতান্ত্রিক পণ্য' কে 'সমাজতান্ত্রিক' উৎপাদনী পদ্ধতি ও অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা ক'রে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের বিস্তার সাধন করছেন, আর বলছেন, পণ্য-অর্থ সম্পর্ক সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী পদ্ধতি ও অর্থনীতির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এবং এ পণ্য ধনতান্ত্রিক পণ্য নয়।

স্তালিন অবশ্য শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের সময় থেকে কমিউনিজম পর্যন্ত তিনটি পর্যায় বা স্তরের কথাই বলেছেন, যথা (১) উত্তরণ পর্যায়, (২) সমাজতন্ত্রের পর্যায় এবং (৩) কমিউনিজম।

স্তালিনের মৃত্যুর পর, ১৯৫৬ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে মিকোয়ান স্তালিনের "ইকনমিক প্রবলেমস অব সোস্যালিজম" কে সুতীব্র সমালোচনা ক'রে বলেন যে সমাজতন্ত্র থেকে কম্যুনিজমে উত্তরণের পর্যায়ে পণ্য চলাচল বেমানান নয়, বরঞ্চ খুবই স্বাভাবিক। সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্ষীয়ান "মার্কসবাদী" অর্থনীতিবিদ অষ্ট্রোভিটিয়ানভ্ স্তালিনকে সমালোচনা করে বলেন :

"সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণে পণ্য চলাচল বিসদৃশ, বেমানান। প্রশ্নটির এরূপ সূত্রায়ন ভুল। সমাজতান্ত্রিক

অর্থনীতির দ্বান্দ্বিকতাই সুনির্দিষ্টভাবে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের চূড়ান্ত বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিকাশ আমাদিগকে কমিউনিজমের উচ্চতর স্তরে, পণ্যোৎপাদন এবং অর্থের চলাচলের অবসানের স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়।"২২

এই বক্তব্যেও সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমের উচ্চতর স্তরের কথা বলা হয়েছে কিন্তু স্তালিনের সূত্রায়ন থেকে এক কদম পিছু হঠে উত্তরণের স্তরে "পণ্য-অর্থ সম্পর্কের চূড়ান্ত বিকাশ" ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ধনতন্ত্রের বিকাশই অবশেষে কমিউনিজমে পৌঁছিয়ে দেবে। উৎপাদনী শক্তির ভূমিকাকেই এখানে একচ্ছত্র করা হয়েছে, জীবন্ত উৎপাদনী শক্তি (শ্রমিক শ্রেণীর) সক্রিয় এবং সচেতন ভূমিকাকে নাকচ করা হয়েছে। এই বক্তব্য ছিল ১৯৫৮ সালের। কিন্তু পরবর্তী কালে, ১৯৬৫ সালে, সোভিয়েট নেতৃবর্গ শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরে কমিউনিজম পর্যন্ত সময়কে তিনটি পর্য্যায় বা স্তরের পরিবর্তে চারটি স্তর বা পর্যায় ভাগ করেছেন, যথা : ১) উত্তরণের স্তর ; ২) সমাজতন্ত্রের স্তর ; ৩) কমিউনিজমের প্রথম স্তর এবং ৪) কমিউনিজমের উচ্চতর স্তর। তাঁরা বলেছেন, কমিউনিজমের প্রথম স্তরেও পণ্য-অর্থ সম্পর্কের অস্তিত্ব বজায় রাখবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একমাত্র কমিউনিজমের উচ্চতর পর্যায়ই পণ্য-অর্থ সম্পর্কের অবসান ঘটবে বলে সোভিয়েট নেতৃবর্গ বলেছেন।

স্তালিন সমাজতন্ত্র উত্তরণ পর্য্যায়ের অবসানে সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের কথা বলেও এই পর্যায়ই তার অব-

২২। অষ্ট্রোভিটিয়ানভ : গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা "মার্কসইজম টু-ডে"র আগষ্ট ; ১৯৫৮ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃতি। নিম্নরেখা আমার।

সান ঘটানোর কাজ করবার কথা বলেছেন এবং পণ্যকে 'সমাজতান্ত্রিক পণ্য' বললেও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেননি, কিন্তু স্তালিনোত্তর নেতৃবর্গ সমাজতন্ত্রে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রকে সংকোচনের পরিবর্তে সম্প্রসারণের কথা বলেছেন এবং 'সমাজতান্ত্রিক পণ্যকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেছেন এবং কমিউনিজমের প্রথম স্তরেও পণ্য-অর্থ সম্পর্ক বজায় রাখবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। উত্তরণ এবং পণ্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা তিনটি ধারণা (Concept) এবং সূত্রায়নের সম্মুখীন। প্রথমটি মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের ধারণা, দ্বিতীয়টি স্তালিনের ধারণা আর তৃতীয়টি, স্তালিনোত্তর সোভিয়েট নেতৃবর্গের ধারণা। সত্যিই সমাজতন্ত্র কোন পথে?

৩। তুলনামূলক অধ্যয়ন

মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠায় রবিনসন ক্রুসোর অর্থনৈতিক জীবন প্রণালীর উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন যে, একজনমাত্র ব্যক্তির মালিকানাধীনে রবিনসন ক্রুসো যেমন তাঁর বিভিন্ন সঙ্গতিগুলিকে (resources) পণ্য, অর্থ, বাজার, বিনিময় ব্যাতিরেকে বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনানুযায়ী বণ্টনের ব্যবস্থাপনা করেছিলেন, সমাজতন্ত্রেও একটি মাত্র সমষ্টি-বদ্ধ মালিকানায় "ঠিক সেই ভাবে" সরাসরি এবং সচেতনভাবে বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনানুযায়ী সঙ্গতিগুলির বণ্টনের ব্যবস্থাপনা করা হবে। তবে তা হবে ব্যাপকভাবে এবং সচেতন পরিকল্পনানুযায়ী।

রবিনসন ক্রুসোর জীবনযাত্রা ছিল প্রাকৃতিক অর্থনীতির আমলের জীবনযাত্রার মতোই। মার্কস সেই অর্থনীতিকেই প্রাকৃতিক অর্থনীতি বলেছেন, যে অর্থনীতি পণ্য-অর্থনীতির আগে ছিল। সেই অর্থনীতি ছিল পণ্য অর্থনীতির একেবারে বিপরীত। প্রাকৃতিক অর্থনীতির উৎপাদন বিনিময়ের জন্য হতো না। সুতরাং, সে ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্য পণ্য ছিল না। আদিম, দাস এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বিরল এবং কদাচিৎ ঘটনা হিসেবে পণ্যোৎপাদন থাকলেও পণ্য-অর্থনীতির ভূমিকা ছিল একেবারেই নগণ্য।

সুতরাং, পণ্য-অর্থ-বাজার-বিনিময়-বিহীন রবিনসন ক্রুসোর অর্থনীতি ছিল, মার্কস-এর অভিমতে, প্রাকৃতিক অর্থনীতি। পণ্য, অর্থ, বাজার, বিনিময় বিহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ক্রুসোর "ঠিক সেই রকম" অর্থনীতি হবে বলে মার্কস বলেছেন। নিঃসন্দেহে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, তাই প্রাকৃতিক অর্থনীতি—যদিও উচ্চস্তরের এবং পরিকল্পনামূলক।

অথচ, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রখ্যাত "মার্কসবাদী" অর্থনীতিবিদ এল, লিয়নটিয়েভ বিশেষ জোর দিয়েই বলেছেন :

"সমাজতন্ত্রে পণ্য—অর্থ সম্পর্ক বিহীন এবং সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক বর্গগুলি (Economic Categories) বিহীন প্রাকৃতিক অর্থনীতি থাকবে বলে মার্কস এবং এঙ্গেলস এবং লেনিন বলেছেন বলে যে কথা বলা হয়, মার্কসবাদী সাহিত্য তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করেছে"২৩

মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের কোন্ কোন্ মার্কসবাদী সাহিত্য—পণ্য, বাজার, বিনিময় বিহীন প্রাকৃতিক অর্থনীতির

২৩। এল, লিয়নটিয়েভ ঃ ওয়ার্ল্ড মার্কসিষ্ট রিভিয়ু"—মে ১৯৬৮ সংখ্যা।

সমাজতন্ত্রকে "ভিত্তিহীন" বলে প্রমান করেছে তার কোন উদাহরণ কিন্তু লিয়নটিয়েভ দেন নি। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধ মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের একাধিক উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছে সমাজতন্ত্র মানেই পণ্য, বাজার, অর্থ, বিনিময় বিহীন প্রাকৃতিক অর্থনীতি। তা হলে, লিয়নটিয়েভ্ কোন্ মার্কসবাদী সাহিত্যের কথা বলেছেন?

লিয়নটিয়েভ্ বলেছেন, পণ্য-অর্থ সম্পর্কের সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক বর্গগুলি, অর্থাৎ, মুনাফা, খাজনা, বাজারদর, মজুরী-শ্রম, মুনাফার হার ইত্যাদি, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ক্রিয়াশীল থাকবে। আমরা ১ম অধ্যায়েই দেখেছি পণ্য-অর্থ সম্পর্কের সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক বর্গগুলি সম্বন্ধে মার্কস কি বলেছেন।

পণ্যোৎপাদন সম্পর্কই বুর্জোয়া অর্থনীতির বর্গগুলিকে ক্রিয়াশীল রাখে। অথচ, সেই পণ্যোৎপাদন সম্পর্ককে বজায় রেখে, সম্প্রসারণ করে এবং তার অর্থনৈতিক বর্গগুলিকে ক্রিয়াশীল রেখে কি করে বুর্জোয়া সম্পর্ক এবং বুর্জোয়া অর্থনীতির অবস্থার হাত এড়াতে পারে? এবং কি করেই বা তা 'মার্কসীয়' সমাজতন্ত্র হয়?

সোভিয়েট অর্থনীতিবিদগণ এই প্রশ্নের জবাবে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বর্গগুলি সম্পর্কে এঙ্গেলসরই একটি বক্তব্যকে সামান্য এদিক ওদিক করে বলেছেন:

"'পণ্য', 'অর্থ', 'বাজারদর', 'মুনাফা' এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অন্যান্য বর্গগুলি [লক্ষ্য করুন, 'পণ্য', 'অর্থ', 'বাজার দর', 'মুনাফা' ইত্যাদি বুর্জোয়া অর্থনীতির বর্গগুলিকে 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বর্গ' করা হয়েছে, কিন্তু 'মজুরী শ্রম'-এর নামোল্লেখ করা হয়নি].. সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের অন্তর্নিহিত বর্গ এবং তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত।"২৪

২৪। "সোভিয়েট-নিউজ"— ৯.৪.৬৮ ; 'প্রাভ্‌দা' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

এঙ্গেলস তাঁর "অ্যান্টিডুরিং"-এ বলেছেন:

"অন্যান্য উৎপাদনের ধরণগুলির মতোই পণ্যোৎপাদনেরও কতকগুলি নিজস্ব বিধি বিধান (laws) রয়েছে যেগুলি এর মধ্যে অন্তর্নিহিত এবং এ থেকে অবিচ্ছেদ্য।"২৫

এঙ্গেলস-এর এই কথা কয়টির মধ্য থেকে "পণ্যোৎপাদনের" জায়গায় সোভিয়েট অর্থনীতিবিদগণ "সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক" কথাটি বসিয়ে দিয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বর্গগুলিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বর্গ করেছেন। ধনতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র করবার অভিনব পন্থা বটে!

সোভিয়েট অর্থনীতিবিদগণ এ সম্বন্ধে আরও বলেছেন:

"সমাজতন্ত্রের অধীনে আমরা পণ্য-অর্থ সম্পর্কের যে বিধি বিধানের (law) কথা বলছি এবং যে মূল্যের বিধি বিধানের (law of value) কথা বলছি সেগুলির সামাজিক মর্মবস্তু এবং ভূমিকা ধনতন্ত্রের অধীনস্থ বিধিবিধানগুলির চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরূপ মূল্যের বিধান এবং পণ্য-অর্থ সম্পর্কের অস্তিত্ব ইতিহাসে কোনা দিনও ছিলনা।"২৬

মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন, অবশ্যই, দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন না, তাই দু'একশো বছর পরে সুনির্দিষ্ট ভাবে ইতিহাসে কি ঘটবে তাঁদের পক্ষে আগে থেকে দেখাও সম্ভব নয়, বলাও সম্ভব নয়। 'ইতিহাসে কোনও দিনই ছিলনা' এরূপ অনেক ঘটনাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে ঘটতে পারে, কিন্তু সে ঘটনার বিশ্লেষণ মার্কসবাদ সম্মত কি না এটাই প্রশ্ন, কারণ মার্কসবাদী বিশ্লেষণের পদ্ধতিটিতো (দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ) বৈজ্ঞানিক এবং শাশ্বত। লেনিন বলছেন:

২৫। এঙ্গেলস: "অ্যান্টিড্যুরিং"— পৃঃ ২৯৯

২৬। সোভিয়েট নিউজ— ৯.৪.৬৮ প্রাভ্‌দা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

"এমন কি একটি মাত্র দেশেও প্রলেতারিয় বিপ্লবের পরে সংস্কার (reform) এবং বিপ্লবের সম্পর্কের মধ্যে কিছু নতুন উপাদান প্রবেশ করে। নীতিগত ভাবে এটা ঠিক আগের [বিপ্লবের আগের] মতোই, কিন্তু ধরণে একটা পরিবর্ত্তন আসে যা এমনকি মার্কসও কল্পনা করতে পারেননি, কিন্তু তা কেবল-মাত্র মার্কসবাদের দর্শন এবং রাজনীতির ভিত্তিতেই বুঝতে পারা যায়।"২৭

তাই, 'ইতিহাসে কোনও দিন ঘটেনি' কথাটা আসল বিষয় বস্তু নয়, ইতিহাসে যখন ঘটেছে তখন তার অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন এবং সে অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে আসার প্রয়োজন। যা ঘটছে, তাই সত্য নয়। ঘটনা বা বস্তুর বহিরঙ্গ আর মর্মবস্তু যদি একই হ'তো তবে তো বিজ্ঞানের আর প্রয়োজনই থাকতোনা। মার্কস-এর এই কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন।

সোভিয়েট অর্থনীতিবিদগণ মূল্যের বিধি বিধান সম্পর্কে বলেছেন, এটা ধনতান্ত্রিক মূল্যের বিধি বিধানের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মূল্যের বিধি বিধান সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছেন :

"··· মূল্যের বিধি বিধান সুনির্দ্দিষ্ট ভাবেই পণ্যোৎপাদনের বিধি বিধান এবং তাই পণ্যোৎপাদনের সর্বোচ্চ ধরণের—ধন-তান্ত্রিক উৎপাদনের বিধি বিধান।"২৮

কিন্তু সোভিয়েট অর্থনীতিবিদদের অভিমত এই যে, এ মূল্যের বিধি বিধান, সে মূল্যের বিধি বিধান নয়। বাজার-সমাজ-তন্ত্রের প্রখ্যাত প্রবক্তা সোভিয়েট অর্থনীতিবিদ লাইবারম্যান বলেন :

২৭। লেনিন : সং, রং, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ১১৫।
২৮। এঙ্গেলসঃ অ্যাণ্টিডুরিং ; পৃঃ ৩৪৩।

সমাজতন্ত্রের "মূল্যের বিধি বিধান ধনতন্ত্রের মূল্যের বিধি বিধান নয়, বরং সমাজতন্ত্রের অধীনে পরিকল্পিত পণ্যোৎপাদন সমেত সকল পণ্যোৎপাদনের বিধি বিধান।"২৯

এটি একটি সোচ্চার ঘোষণা মাত্র, কেন স্বতন্ত্র তার কোনো ব্যাখ্যাও নেই, বিশ্লেষণও নেই। সোভিয়েট অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, সমাজতন্ত্রের অধীনে পরিকল্পিত পণ্যোৎপাদন মূল্যের বিধি বিধানকে সচেতনভাবে কাজে লাগিয়ে তার "রূপান্তর" ঘটায়। ধনতন্ত্রের মতো মূল্যের বিধি বিধান অন্ধ ও নৈরাজ্যপূর্ণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমাজতন্ত্রের কাজ করে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন ডুরিংই প্রথম মূল্যের বিধি বিধানকে দুর্নীতি এবং কলুষমুক্ত করে সচেতনভাবে প্রয়োগ করবার কথা বলেছিলেন। সুতরাং মার্কস এবং এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক উৎ-পাদনে কলুষমুক্ত মূল্যের বিধি বিধানের সচেতন প্রয়োগের তত্ত্বের সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন না। ইতিহাসে না ঘটলেও এরূপ একটি পথভ্রষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাই এঙ্গেলস তাঁর অ্যান্টি ডুরিং-এ এ সম্বন্ধে বলেছেন :

"··· মূল্যের বিধি বিধান সুনির্দিষ্ট ভাবেই পণ্যোৎপাদনের বিধি বিধান এবং তাই সর্বোচ্চ ধরণের ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিধি বিধান। ··· এই বিধি বিধানকে তাঁর ইকনমিক কমিউনের বিধি বিধানে উন্নীত করে এবং কমিউনগুলি এই বিধি বিধানকে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে প্রয়োগ করবে এই দাবী করে হের ডুরিং বর্তমান সমাজের মৌল বিধি-বিধানকে তাঁর কল্পিত সমাজের বিধি বিধান করেছেন।··· যে কলুষগুলি, পণ্যোৎপাদনের ক্রম বিকা-শের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে উদ্ভূত হয়েছে এবং যে গুলি

২৯। লাইবারম্যান : "আর উই কাটিং উইথ ক্যাপিটালিজম ?"

এই ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি, প্রুধোর মতো তিনিও সেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মৌল বিধি বিধান প্রয়োগ করেই কলুষগুলি অপসারিত করতে চান। হের ডুরিং মূল্যের বিধি বিধানগুলির প্রকৃত ফলাফলগুলিকে অলীক কল্পনা দিয়ে অপসারিত করতে চান।"৩০

ডুরিং-এর সমালোচনা করে এঙ্গেলস উপরে যা বলেছেন তা যদি সোভিয়েট অর্থনীতিবিদদের বক্তব্যের জবাবে একটু হের-ফের করে বলা হয় তবে তা দাঁড়ায় :

"ধনতান্ত্রিক মূল্যের বিধি বিধানকে সমাজতান্ত্রিক মূল্যের বিধি বিধানে উন্নীত করে এবং সোভিয়েট গভর্নমেন্ট এই বিধি-বিধানকে সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে প্রয়োগ করছেন বলে দাবী করে সোভিয়েট নেতৃবর্গ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মৌল বিধি বিধানকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিধি বিধান করেছেন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মৌল বিধি বিধান প্রয়োগ করেই হের ডুরিং এর মতো সোভিয়েট অর্থনীতিবিদগণ মূল্যের বিধি বিধানের সহজাত ও অবিচ্ছেদ্য কলুষ ও দুর্নীতিগুলিকে অপসারণ করেছেন বলে দাবী করেছেন। মূল্যের বিধি বিধানগুলির প্রকৃত ফলাফলগুলিকে বাজার-সমাজতন্ত্র দিয়ে অপসারিত করতে চাইছেন।"

এঙ্গেলস ডুরিং-এর বক্তব্যকে "অলীক কল্পনা" বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এঙ্গেলস-এর ধারণা ভ্রান্ত ছিল. এবং মূল্যের বিধি বিধানকে উন্নীত করে, কলুষ ও দুর্নীতিমুক্ত করে যে সচেতন ভাবে প্রয়োগ করে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারে ডুরিং-এর ধারণাই ছিল অভ্রান্ত যা সমাজতন্ত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে। অতএব, মার্কসবাদ নয়, ডুরিংবাদই সঠিক এবং বিজ্ঞানসম্মত!

৩০। এঙ্গেলস 'অ্যান্টিডুরিং', পৃঃ ৩৫৩ ; নিম্নরেখা আমার।

৪। লেনিনের অভিজ্ঞতা

১৯১৭ সালের অক্টোবরে রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয়। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা (প্রথম) কংগ্রেসে লেনিন পেশ করেন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ "থিসিস অন বুর্জোয়া অ্যাণ্ড প্রলেতারিয়ান ডেমোক্রেসি"। উল্লেখ করা প্রয়োজন এটি কংগ্রেসে পেশ করা একটি সুচিন্তিত থিসিস, জনসভায় উত্তেজক ময়দানী বক্তৃতা নয়। এই থিসিসে লেনিন বলেন :

"রাজনৈতিক অর্থনীতির (political economy) সমগ্র বিজ্ঞান...মার্কসবাদের সমগ্র বিষয়বস্তু...প্রমাণ করে যে যেখানেই পণ্য-অর্থনীতি প্রধান, অর্থনৈতিক ভাবে সেখানেই বুর্জোয়া একনায়কত্ব অবধারিত।"৩১

অর্থাৎ, পণ্য অর্থনীতির অবসান ব্যতিরেকে অর্থনৈতিকভাবে বুর্জোয়া একনায়কত্বের আশঙ্কা প্রলেতারিয় একনায়কত্বে সব সময়েই থাকে। পণ্য-অর্থনীতির এটাই অমোঘ সামাজিক বিষয়গত বিধান। লেনিনের এই বক্তব্য থেকে যা বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে পণ্য-অর্থনীতির অবসান ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। এই হচ্ছে সমাজতন্ত্র আর পণ্যের সম্পর্ক। একটি থাকলে অপরটি নেই।

ওয়ার কমিউনিজম : অক্টোবর বিপ্লবের পরে ১৯২১ সাল পর্যন্ত যদিও প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ এবং গৃহযুদ্ধকে সফল ভাবে মোকাবেলা করবার জন্য ওয়ার কমিউনিজমের অর্থ-

৩১। লেনিন : সঃ, রঃ, খণ্ড ২৮ ; পৃঃ ৪৬৪।

নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ওয়ার কমিউনিজমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি পণ্য-অর্থ সম্পর্ক অবসানের মূল তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল।

'নেপ' বা নিউ ইকনমিক পলিসি: সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপকে পরাজিত করে এবং গৃহযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে লেনিন এবং বলশেভিক পার্টি ধ্বংসীভূত অর্থনীতিকে এবং শ্রেণী-পরিবেশহীন, শ্রেণীচরিত্রচ্যুত (declassed) প্রলেতারিয়েতশ্রেণীর চরিত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এক পা পিছিয়ে দু'পা এগোবার কৌশল গ্রহণ করেন। এরই নাম 'নেপ' বা নয়া অর্থনৈতিক পলিসি। 'নেপ' ধনতন্ত্রের কাছে, আত্মসমর্পন ছিলনা, কিন্তু এ ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে থেকে ধনতন্ত্রের সঙ্গে আপোষ—ধনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত ভাবে পুনরাবির্ভাবের সুযোগ দেওয়া। এমন কি এই 'নেপ'-এর প্রথমদিকেও লেনিনের নেতৃত্বে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো হয়—যাতে করে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক অবাধ এবং যথেচ্ছভাবে সমাজের গোটা অর্থনীতিতে সম্প্রসারিত না হতে পারে, আধিপত্য না করতে পারে। তাই 'নেপ' প্রবর্তনের একেবারে শুরু থেকেই জোর দেওয়া হয় টাকা ও বাজারের মাধ্যমকে এড়িয়ে গিয়ে সরাসরিভাবে কৃষিপণ্যের সঙ্গে শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়-ব্যবস্থা গড়ে তুলবার। লেনিন এই ব্যবস্থাকে 'কম-বেশী সমাজতান্ত্রিক বিনিময়ের মতো' বলে বলেন। তিনি বলেন:

"বসন্তকালে" আমরা বলেছিলাম যে আমরা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পশ্চাদপসরণে ভীত হবো না এবং আমাদের কাজ হচ্ছে পণ্য বিনিময় সংগঠিত করা। ১৯২১ সালের বসন্তকাল থেকে আজ পর্যন্ত পণ্য-বিনিময় ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং পণ্য-বিনিময়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকগুলি ডিক্রী

জারী করা হয়েছে। সংবাদপত্রগুলিতে প্রচুর প্রবন্ধাদি লেখা হয়েছে, বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রচার চালানো হয়েছে। এই শব্দটির ['পণ্য-বিনিময়' শব্দটি] অন্তর্নিহিত অর্থ কি? বিকাশের কোন্ .....পরিকল্পনা এর মধ্যে নিহিত রয়েছে? এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে সমগ্র দেশব্যাপী শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্যের কম-বেশী এক ধরণের সমাজতান্ত্রিক বিনিময় এবং এই ধরণের পণ্য বিনিময় দ্বারা বৃহদায়তন শিল্পের পুনরুদ্ধার করা—যা হবে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের একমাত্র ভিত্তি।"৩২

এই সরাসরি পণ্য বিনিময়কে লেনিন আরও সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, কেন এই পণ্য-বিনিময় এক-ধরণের কম-বেশী সমাজতান্ত্রিক বিনিময়। লেনিন বলেন:

"দেশের বিপুল ধ্বংসের এবং প্রলেতারিয় শক্তির ক্লান্তির মধ্যে দাঁড়িয়েও অনেকগুলি অবিশ্বাস্য রকমের প্রচেষ্টায় আমরা সবচাইতে যে কঠিন কাজটি করছি তা হলো: প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত রচনার জন্য, নিয়মিতভাবে শিল্প এবং কৃষির মধ্যে পণ্য-বিনিময় (অথবা, আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে, দ্রব্য-বিনিময় (products exchange)।"৩৩

অর্থাৎ, টাকা এবং বাজারের মাধ্যম ব্যতিরেকে উৎপাদকদের মধ্যে সরাসরিভাবে যে বিনিময় তাই দ্রব্য-বিনিময় (products Exchange)। এর ফলে পণ্যের চরিত্র অনেকখানি অবদমিত হয়—যদিও মূল্যের বিধি-বিধান (law of value) এই বিনিময়ে কার্যকরী থাকে কারণ, বিনিময়টা হয় দুই মালিকের

৩২। লেনিন ঃ সঃ রঃ; খণ্ড ৩৩; পৃঃ ৯৫। নিম্নরেখ আমার।
৩৩। ঐ, ঐ, ঐ—পৃঃ ২৯। নিম্নরেখ আমার।

মধ্যে। পণ্যের চরিত্রের এই 'খানিকটা' অবদমন সত্ত্বেও লেনিন কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান নেতৃবর্গের মতো একে 'সমাজতান্ত্রিক পণ্য' বলেননি, বলেছেন 'কম-বেশী এক ধরণের সমাজতান্ত্রিক বিনিময়'। স্তালিন যদিও 'সমাজতান্ত্রিক পণ্য' শব্দটি প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু ১৯৫২ সালে টাকা ও বাজারের ভূমিকা অবসানের জন্য এবং পণ্য বিনিময়ের অবসানের প্রক্রিয়া হিসেবে শিল্প ও কৃষির মধ্যে লেনিনের এই দ্রব্য-বিনিময়ই (Products Exchane) প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন।

এর পরে লেনিন সখেদে বলেছেন ঃ

"আপনারা সকলেই জানেন, পণ্য বিনিময়ের এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেছে, এই অর্থে ভেঙ্গে গেছে যে এখন এ কেনা-বেচার (buying and selling) রূপ নিয়েছে... টাকার ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে।"৩৪

লেনিনের এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উদ্ধৃতিকে যদি আমরা মনোযোগ সহকারে এক সঙ্গে পড়ি তবেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত দুই খোদ উৎপাদকের—টাকা ও বাজারের মাধ্যম ব্যতিরেকে—কেনা এবং বেচা ব্যতিরেকে—সরাসরি দ্রব্য বিনিময়ের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বুঝতে পারি। টাকার ভূমিকা, প্রতিযোগিতার (বাজার) ভূমিকা এখানে অনুপস্থিত, বিনিময়কারী দু'জনেই খোদ উৎপাদক, তাই এই বিনিময় পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক নয়। আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে এই সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়ের প্রক্রিয়ার বিনিময়ে একটা নতুন উপাদান উপস্থিত হয়েছে। তাই, লেনিন এই বিনিময়কে বলেছেন 'কম-বেশী এক ধরণের সমাজতান্ত্রিক বিনিময়।

পণ্য-অর্থ সম্পর্কের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং সম্প্রসারণ রোধের প্রচেষ্টার উপরে লেনিন কতোখানি গুরুত্ব এবং জোর দিয়েছিলেন

৩৪। লেনিন ঃ মঃ রঃ খণ্ডঃ ৩৩, পৃঃ ৯৬। নিম্নরেখ আমার

এবং তার তাৎপর্য কতো সুদূরপ্রসারী এবং সুগভীর ছিল তা উপলব্ধি করতে হলে এ প্রসঙ্গে লেনিনের আর একটি বক্তব্যেরও উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন। 'নেপ' প্রবর্তন করবার সঙ্গে সঙ্গেই লেনিন সোভিয়েট সংস্থাগুলির কাছে একগুচ্ছ নির্দেশ-উপদেশ পাঠান।এই নির্দেশ-উপদেশগুলি ছিল কয়েকটি 'গ্রুপে' বিভক্ত। প্রথম গ্রুপের প্রথম নির্দেশটি "কৃষকের সঙ্গে পণ্য-বিনিময় প্রসঙ্গে"। লেনিন বলেনঃ

"বর্তমানে এই প্রশ্নটি গুরুত্বের দিক্ থেকে এবং জরুরী ব্যাপারের দিক্ থেকে একেবারে শীর্ষস্থানীয়। প্রথমত ...পণ্য-বিনিময়কে [অর্থাৎ, সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়কে] অবশ্যই খাদ্য-শস্যাদি সংগ্রহের প্রধান উপায় হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, পণ্য-বিনিময় হচ্ছে শিল্প এবং কৃষির সম্পর্কের পরীক্ষা*। .....সমস্ত অর্থনৈতিক কাউন্সিল এবং অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিকে অবশ্যই এখন পণ্য-বিনিময়ের ব্যাপারে একাগ্র হতে হবে।....."৩৫

এ থেকেই বুঝা যায় দুই উৎপাদকের মধ্যে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়কে লেনিন কতোখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন—যা ছিল পণ্যোৎপাদন ও বিনিময় অবসানের একটা প্রয়োজনীয় এবং অনিবার্য প্রাথমিক ধাপ—যা ছিল কম বেশী এক ধরণের সমাজতান্ত্রিক বিনিময় —যা "প্রকৃত সমাজতন্ত্র" গঠনের ভিত তৈরী করবে বলে লেনিন বলেছেন !

৩৫। লেনিন ঃ সঃ রঃ, খণ্ড ৩২ ; পৃ; ৩৮৩-৮৪। নিম্নরেখ আমার।

*"শিল্প ও কৃষির সঙ্গে সম্পর্কের পরীক্ষা" লেনিন কোন্ অর্থে বলেছেন ? সমাজে প্রথম বিরাট আকারের প্রায় দূর্ভেদ্য সামাজিক শ্রম-বিভাগ হয় শিল্প এবং কৃষির মধ্যে। এবং তারই ভিত্তিতে নানা-প্রকারের শ্রম-বিভাগ উদ্ভূত হয়। শিল্প এবং কৃষির মধ্যে বিনিময়ই আভ্যন্তরীণ জাতীয় বাজার (home market)

এই প্রসঙ্গেই লেনিন উল্লিখিত বক্তব্যের পরেই—বন্ধনীর মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়টি বলে এই ধরনের দ্রব্য-বিনিময়ের অপরিসীম এবং সুদূর-প্রসারী তাৎপর্যটি তুলে ধরেন। লেনিন বলেন :

"সমাজতান্ত্রিক কারখানাগুলির উৎপাদিত দ্রব্যাদি এবং কৃষকের উৎপাদিত খাদ্যশস্যাদির বিনিময় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অর্থে গণ্য নয়, অন্তত এগুলি শুধুই পণ্য নয়। এরা আর পণ্যও নয়, এদের পণ্যত্বের অবসান ঘটছে।"৩৬

এটা ছিল ১৯২১ সালে, এমনকি 'নেপ'-ব্যবস্থার মধ্যেও লেনিনের অভিজ্ঞতা। বাজারবিহীন, টাকার মাধ্যমবিহীন কৃষকের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক মালিকানার কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যাদির সরাসরি বিনিময় "রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অর্থে" "বেচা-কেনা"ও নয়, এগুলি "শুধুমাত্র পণ্যই নয়" আবার একই সঙ্গে "পণ্যও নয়"-এবং এই প্রক্রিয়ায়ই "এদের পণ্যত্বের অবসান ঘটছে"। রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তনের পটভূমিকায় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার এক অনবদ্য অভিব্যক্তি এবং উদাহরণ!

সৃষ্টির ভিত্তি—যার ফলেই ধনতন্ত্রেরবিকাশ। ধনতান্ত্রিক শিল্প তার বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে সবসময়েই কৃষি এবং কৃষককে শোষণ করে এসেছে, তাই শহর ও গ্রামের, শিল্প ও কৃষির সম্পর্ক হচ্ছে দ্বন্দ্বের সম্পর্ক। তাছাড়া, জাতীয় উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় এই শ্রম-বিভাগটিই শেষ প্রধান শ্রম-বিভাগ। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া, শিল্প ও কৃষির দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে এবং এই শেষ সামাজিক শ্রম-বিভাগের অবসান ঘটিয়ে শিল্প ও কৃষিকে একটি মাত্র উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সংবদ্ধ করবে। তাই দু'দিক থেকেই এটি একটি "শিল্প ও কৃষির সঙ্গে সম্পর্কের পরীক্ষা"।

৩৬। লেনিন : সঃ রঃ ; খণ্ড—৩২ : পৃঃ ৩৮৪। নিম্নরেখ আমার।

লেনিন সেই ১৯২১ সালেই, এমন কি 'নেপ' ব্যবস্থার মধ্যেই পণ্যের 'পণ্যত্বের' অবসানের 'ভ্রূণ' দেখতে পেয়েছিলেন, দেখতে পেয়েছিলেন পণ্যত্ব অবসানের প্রক্রিয়ায় দ্রব্যের স্ফুটনোন্মুখ বীজ। সেই ১৯২১ সালেই—'নেপ' ব্যবস্থার মধ্যেও পণ্য-অর্থ সম্পর্কের অবাধ এবং যথেচ্ছ সম্প্রসারণ এবং ব্যাপ্তির ক্ষেত্রকে যথাসম্ভব সংকুচিত এবং সীমাবদ্ধ করে রাখবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা লেনিন চালিয়ে গিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীনে খোদ উৎপাদকদের সরাসরি দ্রব্য বিনিময় (Products-exchange) যে আর 'শুধুই পণ্য নয়' আবার এর ফলে যে পণ্যের পণ্যত্বেরও অবসান ঘটছে, লেনিনের এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং উত্তরণকালে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ার এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। যেহেতু, কারখানাগুলির সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় এবং যেহেতু এই কারখানাগুলির উৎপাদিত দ্রব্যাদি সমষ্টিগত মালিকানায় খোদ উৎপাদকদেরই, তাই এর উৎপাদিত দ্রব্যাদি আর পুঁজি-উৎপাদিত দ্রব্য (Products of Capital) নয়। আবার যেহেতু খুদে পণ্যোৎপাদনকারী কৃষকই খাদ্য-শস্য উৎপাদনের উপায়সমূহের এবং উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মালিক তাই তাদের নিজস্ব শ্রমোৎপাদিত খাদ্য শস্যগুলিওপুঁজি উৎপাদিত নয়। উভয় উৎপাদনই শ্রমোৎপাদিত। আবার যেহেতু এই দুই মালিকানার উৎপাদিত দ্রব্য বিনিময়ে বাজার এবং টাকার ভূমিকা এবং মধ্যস্থতা অনুপস্থিত তাই এই সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অর্থে পণ্য নয়। যেহেতু এটা দুই মালিকানার বিনিময়—একই মালিকানার দুটি ভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিনিময় নয়, তাই এর পণ্যের চরিত্রও রয়েছে। কিন্তু যেহেতু উৎপাদিত দ্রব্য শ্রমোৎপাদিত এবং শিল্পোৎপাদন সমাজতান্ত্রিক তাই এর পণ্যের চরিত্রেরও অবসান

ঘট্‌ছে। উত্তরণের একটা সবিশেষ অবস্থায় সামাজিক মর্মবস্তুর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পণ্যত্বের অবসান ঘট্‌তে পারে, কিন্তু কোনোক্রমেই তার চরিত্রের 'রূপান্তর' ঘটে পণ্য সমাজতান্ত্রিক পণ্য হতে পারে না। এই অভিজ্ঞতাই লেনিনের হয়েছিল। লেনিন পণ্যের রূপান্তরণের কথা বলেন নি। সামাজিক মর্মবস্তুর পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে একটা সামাজিক বিষয় বা বস্তুর পরিমাণ-গত পরিবর্তন ঘট্‌তে ঘট্‌তে এক সময়ে তার গুণগত পরিবর্তন ঘটে। তখন সে যা ছিল আর তা থাকেনা—নতুন ঘটনা বা বস্তু হয়। প্রকৃতি ও সমাজে এটাই নিয়ম। বুর্জোয়া ধনতন্ত্র প্রলেতারীয় ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়না, ধনতন্ত্রের স্থানে আসে সমাজতন্ত্র। জালের পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে তা "শক্ত জল" বা 'অদৃশ্য জল' হয় না, বরফ বা বাষ্পই হয়। পণ্যও তাই সমাজতান্ত্রিক পণ্য হয় না, দ্রব্য হয়।

যাই হোক, লেনিনের এই যুগান্তকারী ঐতিহাসিক অভি-জ্ঞতাকে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান নেতৃবর্গ এবং মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ্‌গণ গ্রহণ করেননি এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণেও অনিচ্ছাই শুধু প্রকাশ করেননি, উপরন্তু লেনিনের এই অভিজ্ঞতাকে সরাসরি নাকচ করেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রখ্যাত 'মার্কসবাদী' অর্থনীতিবিদ এল, লিয়নটিয়েভ বলেছেনঃ

"স্পষ্টতই তিনি [লেনিন] সমাজতান্ত্রিক কারখানাগুলির উৎপাদিত দ্রব্য আর পণ্য নয় এ কথা পুরানো রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন—যে অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি।"৩৭

৩৭। এল, লিয়নটিয়েভঃ "ওয়ার্ল্ড"—মার্কসিস্ট রিভিয়ু"—মে, ১৯৬৮ নিম্নরেখ আমার।

প্রথমত, এই বক্তব্যে সোভিয়েট অর্থনীতিবিদ মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল'কে "পুরানো রাজনৈতিক অর্থনীতি" বলেছেন —যে রাজনৈতিক-অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিশ্লেষণে অকেজো! দ্বিতীয়ত, মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল'কে সমাজতন্ত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অকেজো এবং সেকেলে বলে নাকচ করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনে লেনিনের অভিজ্ঞতাকে এবং কৃষি ও শিল্পের সরাসরি দ্রব্য বিনিময়ের পথকে নাকচ করেছেন। মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল' সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিশ্লেষণে অকেজো, এটা অর্ধ সত্য তাই শেষ বিশ্লেষণে পুরোপুরি মিথ্যে। দ্বিতীয়ত, পণ্য ও তার চরিত্র বিশ্লেষণে মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল'-এর দৃষ্টিভঙ্গি যতদিন সমাজে পণ্যোৎপাদন থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে। তাই, 'সমাজতান্ত্রিক-পণ্য বা ধনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল', এঙ্গেলস-এর 'অ্যান্টি ডুরিং' এবং উত্তরণকালে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত গঠনে লেনিনের অভিজ্ঞতাকে নাকচ করে অবশেষে বলেছেন ঃ

"সমাজতন্ত্রের অধীনে পণ্য-সম্পর্ক এবং বাজার থাকবেনা এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ভিত্তি ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে অথবা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হওয়ার আগেকার ব্যক্তিগত বিবৃতিগুলি। সেই সময়কার মার্কসবাদীদের মধ্যে এরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, উৎপাদনের উপায়গুলির উপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পণ্য-সম্পর্কেরও অবসান ঘটবে। সমাজতন্ত্র গঠণের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই ধারণাকে মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন করেছে এবং চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছে যে কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়েও পণ্য-অর্থ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।"৩৮

৩৮। "পলিটিক্যাল ইকনমি ঃ সোস্যালিজম"; প্রগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭১, পৃঃ ১২৬, মোটা হরফ আমার। সোভিয়েট অর্থনীতিবিদ, অ্যাকা-

যদিও এই বক্তব্যে প্রত্যক্ষভাবে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের নামোল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু, বিশেষ করে, তাঁদের তিনজনকেই লক্ষ্য করে যে উপরের কথাগুলি বলা হয়েছে তা যে কোনো লোকই বুঝতে পারে। "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে" এই "ভ্রান্ত ব্যাখ্যা" করেছেন মার্কস এবং এঙ্গেলস, এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্বন্ধে "পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের" আগেই লেনিন প্রয়াত হন, তাই এই সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যাও ছিল "ভ্রান্ত"। প্রথমত, 'ইতিহাসে এর আগে ঘটেনি' এবং দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্র গঠন সম্পর্কে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের বক্তব্যগুলি "ভ্রান্ত"। সুতরাং, সমাজতন্ত্র গঠন সম্বন্ধে সোভিয়েটের বর্তমান নেতৃবর্গ যা বলেন—তাই অভ্রান্ত। মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি তার বিচার বিশ্লেষণ করা হয়—তবে তাকে বলা হচ্ছে "পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি"। তা সত্ত্বেও সোভিয়েট নেতৃবর্গ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-এর কথা বলেন কেন? কারণ, মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের সমাজতন্ত্র গঠন সম্পর্কিত বক্তব্যগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অন্তর্গত নয়, ঐগুলি "ব্যক্তিগত বিবৃতি" মাত্র। সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃবর্গের কাছে মার্কসবাদ একটি সংবদ্ধ সমগ্র নয়, একে টুক্‌রো টুক্‌রো করে আলাদা করা যায়, কিছু ফেলে দেওয়া যায়, কিছু বা ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ, মার্কস, এঙ্গেলস

ডেমি অব সায়েন্সের স্থায়ী সদস্য জি, এ, কোজলভ-এর অধীনে তিনজন অর্থনীতিবিদ নিয়ে গঠিত একটি সম্পাদকীয় বোর্ডের অধীনে আরও সতেরজন অর্থনীতিবিদ এই বইখানা লিখেছেন, যদিও উল্লেখিত বক্তব্যে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনকে নাকচ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও বইখানাতে লেখকদের বক্তব্যের সমর্থনে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের যেসব বক্তব্য বাজার সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায়না, মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের সেসব উদ্ধৃতি নির্লজ্জভাবে বিকৃত করা হয়েছে।

এবং লেনিনের যেসব বক্তব্য বাজার সমাজতন্ত্রের বিরোধী সেসব বক্তব্যকে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃবর্গ মার্কসবাদ লেনিনবাদের সার্টিফিকেট দিতে রাজী নন। মার্কসবাদ সম্বন্ধে লেনিন বলেছেন:

"... মার্কসীয় দর্শন—যা মাত্র একখণ্ড ইস্পাত থেকে তৈরী '(Which is cast from a single piece cf steel') তা থেকে একটি মৌল অবস্থান, একটি অপরিহার্য অংশকেও, বিষয়গত সত্য থেকে সরে না এসে, বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল মিথ্যাচারের শিকার না হয়ে আপনি বাদ দিতে পারেন না।"৩৯

৩৯। লেনিন: মেটেরিয়ালিজম অ্যাণ্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৪৭; পৃঃ ৩৩৮।

উপসংহার

পণ্যের বিশ্লেষণ এবং সমাজতন্ত্রে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক থাকবেনা —বক্তব্যের ব্যাপারে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন যদি সত্যি সত্যিই ভুল করে থাকেন এবং যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান অর্থনীতিবিদ্ এবং রাজনীতিবিদগণই তাঁদের বাজার-সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে নির্ভুল হন, তবে তাঁদের পক্ষে সব চাইতে সৎ এবং বৈজ্ঞানিক কর্তব্য হবে মার্কসবাদী অর্থনৈতিক তত্ত্বকে মতান্ধ বলে ঘোষণা করা। যদি তাঁরাই সঠিক হন, তবে এ কথা সুস্পষ্ট যে মার্কস পণ্যের সঠিক চরিত্র বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়েছেন। যেহেতু পণ্য বিশ্লেষণই মার্কস-এর সমগ্র অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মূলভিত্তি, তাই তার সমগ্র অর্থনৈতিক বিশ্লেষণই ভুল। এটা সম্ভব যে তাঁর 'ক্যাপিটাল'-এ এখানে ওখানে কিছু কিছু নির্ভুল এবং শ্রমিক শ্রেণীর অনুকূলে ভালো বক্তব্য রয়েছে (যা সব মহৎ সৃষ্টিতেই থাকে) কিন্তু এটাও তবে ঠিক যে তাঁর বিশ্লেষণের ভিত্তিটি ভ্রান্ত, বেঠিক।

মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন :

"মূল্যের ধরণটি—যার পরিপূর্ণ বিকাশের চেহারা টাকার ধরণে প্রকাশ পায় ; তা খুবই প্রাথমিক এবং সরল। তা সত্ত্বেও মানুষের চিন্তা-ভাবনা দু'হাজার বছরেরও উপরে এর তলদেশ সন্ধান করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।...."

অর্থাৎ, দু'হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে মানুষের চিন্তা-ভাবনা পণ্যের বিশ্লেষণে (মূল্যের ধরণটির তলদেশ) ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু মার্কস তা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। যদি বাজার-

সমাজতন্ত্রীদের বক্তব্য এবং তত্ত্বই বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং যদি ব্যক্তিগত উৎপাদকের সমাজের এবং সমষ্টিগত উৎপাদকের সমাজের উৎপাদিত দ্রব্য উভয়েই পণ্য হয়, তবে সুনিশ্চিতভাবেই, রাজনৈতিক-অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা মার্কস-এর নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—অর্থাৎ তিনি মূল্যের ধরণটির তলদেশে পৌঁছাতে পারেননি।

যদি তা-ই হয়, তবে তা স্পষ্টাস্পষ্টিই বলা উচিত। একমাত্র তাতেই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এই ভুলের কু-প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবে। এ কথাও সুস্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে, বাজার-সমাজতন্ত্রী প্রুধোঁ এবং ডুরিং-এর তত্ত্বের বিরুদ্ধে মার্কস এবং এঙ্গেলস যে আক্রমণ পরিচালিত করেছিলেন তা ছিল সর্বতোভাবে অযৌক্তিক এবং মতান্ধ, এবং এই আক্রমণের ভিত্তি ছিল মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর ভুল অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং পণ্যের বিশ্লেষণ। তা ছাড়া, এ কথাও সুস্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে, মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নয়, বরঞ্চ একটি মতান্ধ মতবাদ।

যদি 'সমাজতান্ত্রিক পণ্য' বলে সত্যিই কিছু থেকে থাকে তবে সব চাইতে জরুরী তাত্ত্বিক কর্তব্য হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে 'ক্যাপিটাল' এবং 'অ্যান্টি-ডুরিং'-এর সর্বনাশা প্রভাব থেকে অবিলম্বে মুক্ত করা। মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ নয়—তাকে নস্যাৎ করা, নাকচ করা, বর্জন করাই হবে সঠিক কাজ। "সমাজতান্ত্রিক পণ্যের" তত্ত্ব সংযুক্ত করে "মার্কস-বাদের বিকাশ সাধনের" অর্থ হবে মার্কস-এর পণ্য বিশ্লেষণকে চোরাগোপ্তা পথে নাকচ করা। যদি এই নাকচ করা শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের স্বার্থে একান্তই প্রয়োজনীয় হয় তবে তার একমাত্র কার্যকরী পথ হচ্ছে প্রকাশ্যে এবং খোলাখুলিভাবে নাকচ করা, "সৃজনশীলভাবে মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ" করবার ছদ্মবেশে নয়।

কিন্তু, ঘটনা এই যে, মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের খ্যাতি এবং তাঁদের তত্ত্বের প্রভাব শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এতো ব্যাপক এবং গভীর—যার ফলে বাজার সমাজতন্ত্রীরা প্রকাশ্য ও খোলা-খুলিভাবে তাঁদের তত্ত্বের বিরুদ্ধাচারণ করতে ভরসা পায়না। তাই, বাজার সমাজতন্ত্রীদের প্রকাশিত বইগুলিতে, প্রচার-অভিযান ইত্যাদিতে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের বক্তব্য বিকৃত করে *উদ্ধৃতি দিয়ে তাকেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলে না চালিয়ে তারা এক পা-ও এগোতে পারেনা। মার্কসবাদের ঐতিহাসিক সত্যের প্রকৃত শক্তি এ দিয়েই প্রমাণিত হয়।

অতএব, সমাজতন্ত্র কোন্ পথে চল্‌ছে, তা বৈজ্ঞানিকভাবে (ভাবপ্রবণতা দিয়ে নয়) বুঝবার দিন সত্যিই এসেছে।

* মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের উদ্ধৃতিগুলিকে বিকৃত করে বাজার সমাজতন্ত্রের সপক্ষে পরিবেশনার সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দেখিয়ে লেখক একটি প্রবন্ধ তৈরী করছেন।

'মার্কস স্মৃতি প্রবন্ধমালা'র অন্যান্য পুস্তিকা'

'শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি শ্রমিকশ্রেণীর নিজেরই কাজ'

কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পার্থক্যরেখা

—গৌতম সেন

'শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি শ্রমিকশ্রেণীর নিজের কাজ', এ শুধু কার্ল মার্কসের প্রত্যয়ী ঘোষণা ছিল না, পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ নিয়মবিধি ও শ্রেণীসংগ্রামের গতিটির অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ মারফতই মার্কস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন এবং একে নিজের জীবনচর্চা ক'রে তুলেছিলেন। আজ যখন মার্কসের এই মহতী শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীকে পার্টি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে—তখন মার্কসের সেই আহ্বানকে পুনর্ঘোষণা করা অত্যন্ত জরুরী।

বর্তমান প্রবন্ধে লেখক শুধু সেই শিক্ষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসই গ্রহণ করেন নি, তিনি দেখিয়েছেন, এই শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ, কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পার্থক্য রেখাকে মুছে দেওয়ার প্রচেষ্টা।

মধ্যবিত্ত না শ্রমিক ?

(শ্রমিকশ্রেণীর পরিধি সংকোচনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে)

—অজয় দে

কেরাণী, সার্ভিস সেক্টরের কর্মচারী, রেলের বুকিং ক্লার্ক অথবা চেকার, চাকুরে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি সবাই কি মধ্যবিত্তশ্রেণী অথবা পেটিবুর্জোয়া ? লেখক মার্কসীয় বিশ্লেষণের সাহায্যে এই চালু ধারণাকে আঘাত ক'রেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যেমন অনেকে প্রচার করছেন সেইভাবে আজকের সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণী সংখ্যার দিক থেকে মোটেই স্ফীতকায় হচ্ছে না, বরং সমাজ ক্রমশঃ দুই বিপরীত শ্রেণীতে বিভক্ত হচ্ছে, মার্কসের এই বিশ্লেষণ আজ আরো বেশী ক'রে সত্য প্রমানিত হচ্ছে।